ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহীম

ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

উচ্চারণ: ইন্নাল্লা-হা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবীয়্যি ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আ-মানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাসলিমা (সূরা আহযাব, আয়াত, ৫৬)।

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবী (সঃ)-এর মহব্বতে ও সম্মানে দরূদ-সালামের মজলিশ করছেন এবং অব্যাহতভাবে করতে থাকবেন হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবী (সঃ) এর সম্মানে ও মহব্বতে তাজিমের সঙ্গে দরূদ ও সালামের মাহফিল করো।

মিলাদ-কিয়াম

ও

তরিকতের প্রাথমিক শিক্ষার্থী-সালেকদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর সংক্ষিপ্ত অজিফা নিত্যদিনের আমল

শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ
নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহীম
ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

মিলাদ-কিয়াম

ও

তরিকতের প্রাথমিক শিক্ষার্থী-সালেকদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর সংক্ষিপ্ত অজিফা নিত্যদিনের আমল

শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ
নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

সৃষ্টি জগতের মূলই হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূর। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল জায়গায় উপস্থিত, সকল সময় সকল স্থানে হাজির নাজির।

মহানবী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বান্দার সকল ইবাদতের সাক্ষী। সাক্ষীই যদি না হবেন তবে শেষ বিচার দিবসে সাক্ষী দিবেন এবং শাফায়েত করবেন কীভাবে? সাক্ষ্যদাতাকে অবশ্যই ঘটনার সময় উপস্থিত থাকতে হয় অন্যথায় সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব নিঃসন্দেহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের সকল ইবাদতের সাক্ষ্য। তাশাহুদ পাঠ করা সালাতে ওয়াজিব। সালাতে তাশাহুদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাজির নাজির বা উপস্থিত জেনে সালাম দিতে হবে, অন্যথায় সালাতই হবে না। (ফতোয়ায়ে শামী)

«التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালা ওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়্যুহান্নবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ সালেহীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলূহু।

তাশাহুদ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রত্যেকের সালাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাজির নাজির জানা সকল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। নামাজের ভেতরে নবী করীম (সঃ) কে, সালেহীন বা আউলিয়াদের এবং ফেরেস্তাদেরও সালাম দিতে হয়। তাঁদেরকে সালাম না দিলে নামাজই হবে না।

পীরকেবলাজানের তরিকতের প্রাথমিক শিক্ষার্থী-সালেকদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর সংক্ষিপ্ত অজিফা নিত্যদিনের আমল, যা আমল করলে দুনিয়া ও আখেরাতের উপকার পাওয়া যায়।

বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করার প্রথম অবস্থায় জাকের জাকেরীনগণ ১নং অজিফা আমল করিতে থাকিবেন। দ্বিতীয়ত যাহারা এই আমল করিবার ফলে নফছ ও আত্মার উন্নতি হইতে থাকিবে বা অফুরন্ত ফয়েজ পাইতে থাকিবেন, তাহারা দ্বিতীয় পাঠের অজিফা আমল শুরু করিবেন।

কুতুববাগ দরবার শরীফ
(সদর দপ্তর)
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

কুতুববাগ দরবার শরীফ
বন্দর, নারায়ণগঞ্জ
ফোনঃ ৮৮-০২-৪১০২৪০৯১
০১৭১৬-১২৮৫১৫, ০১৭২৩-১০৮৩২১
website: www.kutubbaghdarbar.org.bd
Facebook/Youtube: kutubbagh darbar sharif

গ্রন্থস্বত্ব : **পীরজাদী খাজা সৈয়দা জহুরা খাতুন তাসনিম**

প্রকাশকাল : ২৩ সেপ্টম্বর ২০২৪

প্রকাশনী : কুতুববাগ প্রকাশনী
সদর দপ্তর: ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫
ফোন: ০২-৪১০২৪০৯১, ০১৭১৬১২৮৫১৫
website: www.kutubbaghdarbr.org.bd

প্রচ্ছদ : মাওলানা মতিউর রহমান এছলাহী আল-মোজাদ্দেদী
বড়ধূল, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ, খাদেম
কুতুববাগ দরবার শরীফ

বর্ণবিন্যাস : মোহাম্মদ বিননূর হাসান অরূপ আল-মোজাদ্দেদী, খাদেম
কুতুববাগ দরবার শরীফ (বি এ অনার্স বিটি এইচ এম)
শিমুলীয়া পত্মীতলা, নওগাঁ।

প্রাপ্তিস্থান : কুতুববাগ, মোজাদ্দেদিয়া লাইব্রেরী
সদর দপ্তর ৩৪ ইন্দিরা রোড,
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫

হাদিয়া : একশত টাকা মাত্র

উৎসর্গ

হযরত সৈয়দ খাজা গোলাম রাব্বানী (রহঃ) আল-মোজাদ্দেদী

হযরত সৈয়দ খাজা গোলাম রহমান (রহঃ) আল-মোজাদ্দেদী

হযরত সৈয়দা জয়নব (রহঃ আঃ) পীরজাদী

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

১। শাজারা মোবারক ০৭

২। লেখক পরিচিতি ০৯

৩। ভূমিকা (রাসূল (সাঃ) এর উপর মিলাদ ও ক্বিয়ামের দলিল) ১২

৪। আউলিয়া কেরামগণের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহতায়ালা কোরআন পাকে এরশাদ করেন ২৩

৫। তরিকতের প্রাথমিক শিক্ষার্থী-সালেকদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর সংক্ষিপ্ত অজিফা নিত্যদিনের আমল ২৬

৬। রহমতের শান ৪২

৭। জাকের জাকেরীনদের মিলাদ ক্বিয়ামের বিধি বিধান ও খুৎবা ৪৬

৮। কিয়ামের ক্বাছিদা ৪৭

৯। তাওয়াল্লুদ ৪৮

১০। জিকিরের শান ৫৩

১০। মোনাজাত ৬১

শাজারা মোবারক

ঢাকার ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফের পীরকেবলাজান শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী হুজুরের নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার খেলাফত হাসিলের শাজারা মোবারক।

০১. সারওয়ারে কায়েনাত মোফাখ্খারে মউজুদাত হযরত আহ্মদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)।
০২. আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)।
০৩. হযরত সালমান ফারছী (রাঃ)।
০৪. হযরত কাশেম ইবনে মোহাম্মদ বিন্ আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)।
০৫. হযরত জাফর সাদেক (রঃ)।
০৬. হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (কুঃছিঃআঃ)।
০৭. হযরত আবুল হোসেন খেরকানী (কুঃছিঃআঃ)।
০৮. হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসী (কুঃছিঃআঃ)।
০৯. হযরত খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রঃ)।
১০. হযরত খাজায়ে খাজেগান আব্দুল খালেক আজদেদানী (রঃ)।
১১. হযরত শাহ্ খাজা মাওলানা আরীফ রেওগনী (রঃ)।
১২. হযরত খাজা মাহমুদ আনজীর ফাগনবী (রঃ)।
১৩. হযরত শাহ্ আজীমানে আলী আররামায়েতানী (কুঃছিঃআঃ)।
১৪. হযরত খাজা মাওলানা মোহাম্মদ বাবা ছাম্মাছী (কুঃছিঃআঃ)।
১৫. হযরত শাহ্ আমীর সৈয়দ কামাল (রঃ)।
১৬. শামসুল আরেফীন হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শাবন্দী (রঃ)।
১৭. হযরত আলাউদ্দিন আত্তার (রঃ)।
১৮. হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ)।
১৯. হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রঃ)।

২০. হযরত শাহ্সূফী জাহেদ ওয়ালী (রঃ)।

২১. হযরত শাহ্ দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ)।

২২. হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী খাজেগী এমকাঙ্গী (রঃ)।

২৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকি বিল্লাহ (কুঃছিঃআঃ)।

২৪. ইমামে রাব্বানী, কাইয়ুমে জামানী, গাউছে ছামদানী, হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দী মোজ্জাদ্দেদ আলফে ছানী (রঃ)।

২৫. হযরত শেখ সৈয়দ আদম বিননূরী (কুঃছিঃআঃ)।

২৬. হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী (রঃ)।

২৭. হযরত মাওলানা শেখ আবদুর রহীম মোহদ্দেছে দেহলভী (রঃ)।

২৮. হযরত মাওলানা শাহ্ ওলী উল্লাহ মোহদ্দেছে দেহলভী (রঃ)।

২৯. হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী (কুঃছিঃআঃ)।

৩০. হযরত শাহ্ সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (কুঃছিঃআঃ)।

৩১. হযরত শাহ্ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)।

৩২. হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়েসী রাসূলে নোমা (রঃ)।

৩৩. হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ)।

৩৪. হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়দ খাজা মুহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী নকশ্বন্দী মোজাদ্দেদী (কুঃছিঃআঃ)।

৩৫. মোজাদ্দেদে জামান শাহান শাহে তরিকত হযরত মাওলানা আবুল ফজল সুলতান আহম্মদ চন্দ্রপুরী নকশ্বন্দী মোজাদ্দেদী (কুঃছিঃআঃ)।

৩৬. শাহে তরিকত মোফাচ্ছিরে কুরআন আলহাজ হযরত মাওলানা শাহসূফী কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খান মাতুয়াইলি নকশ্বন্দী মোজাদ্দেদী (কুঃছিঃআঃ)।

৩৭. আরেফে কামেল, মোর্শেদে মোকাম্মেল, মোজাদ্দেদে জামান আলহাজ মাওলানা শাহসূফী দয়াল খাজাবাবা **হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্** নকশ্বন্দী মোজাদ্দেদী কুতুববাগী (মুাঃজিঃআঃ)।

লেখক পরিচিতি

খাজাবাবা শাহ্সূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, যুগের শ্রেষ্ঠতম হেদায়েতের হাদি, বর্তমান জামানার সর্বশ্রেষ্ঠ বেলায়েতের অধিকারী জামানার মধ্যহ্ন ভাস্কর, এই জামানার খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্বজ্ঞান হাসিলের আধার ও সত্য পথের দিশারী, বর্তমান জামানার সত্য পথের মোজাদ্দিদ দয়ালপীর দস্তগীর আরেফে কামেল হাদিয়ে গা হেদায়েতের নূর মহিউস সুন্নাহ্ মুহিউল ক্বলব বিশ্বব্যাপী সূফীবাদের মহান প্রচারক শাহানশাহে কুতুববাগী- যাঁর আঙ্গুলির ঈশারায় লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর এশ্ক মোহাব্বত পয়দা হচ্ছে, নাপাক দেল পাক হচ্ছে, অন্ধকার দেল আলোকিত হচ্ছে, আল্লাহভোলা দেলে আল্লাহ! আল্লাহ! জিকির জারি হচ্ছে। যার ইত্তেহাদি তাওয়াজ্জুহ্ বলে কত কুফরী দেলের ময়লা কাটিয়া আয়নার ন্যায় পরিস্কার হচ্ছে। আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে দেল রওশন হচ্ছে, দেলে গওহর পয়দা হচ্ছে।

হুজুর কেবলাজান সাহেবের পিতার নাম মুন্সি মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মাতার নাম মোসাম্মৎ হালিমা খাতুন। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার অন্তর্গত কলাগাছিয়া ইউনিয়নের শুভকরদী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু বয়সেই হুজুর কেবলাজান মাতৃহারা হন। কেবলাজান হুজুরের মা ইন্তেকালের পর তাঁর চাচী মা-অপরিসীম স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে অতি যত্নসহকারে এই তাপসকে লালন-পালন করেন।

কেবলাজান হুজুরের বয়স যখন আট বছর তখন চাঁদপুর জেলার দরবেশগঞ্জের স্বনাম ধন্য আলেম মাওলানা মোঃ আব্দুল আউয়াল

সাহেবের নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। এরপর তাফসির ও হাদিস শাস্ত্র বালাগাত মানতেক অন্যান্য মাসলা-মাসায়েল এর উপর অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। কেবলাজান হুজুরের বিনয় ও আদব দেখে তাঁর ওস্তাদ ভবিষ্যৎ বাণী করলেন: এই ছেলে একদিন জগতবিখ্যাত অলিয়ে কামেল হবে। বাংলা-ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের মহাসাধক মহাগুরু মহাত্মা খাজা ইউনূস আলী এনায়েতপুরীর মেজ-পীরজাদা শাহসূফী আল্লামা সাইফুদ্দীন শুম্ভুগুঞ্জী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন: এই তাপস একদিন রাসূল (সঃ)-এর সত্য তরিকা প্রচারের মহা আন্দোলন সৃষ্টি করবেন। তাঁর অছিলায় তামাম দুনিয়ায় এই তরিকা প্রচার হবে। খাজা এনায়েতপুরীর চতুর্থ সাহেবজাদা খাজা মোজাম্মেল হক শ্যামলীবাগী, এনায়েতপুর দরবার শরীফের মসজিদের পেশইমাম ক্বারী ইদ্রিস সাহেবকে লক্ষ করে বলেন: কুতুববাগী হুজুর কেবলাকে নিয়ে যে ভবিষ্যৎবাণী করেন তা হলো: এই তাপসের কাছ থেকে রাসুল (সঃ) এর ঘ্রাণ পাইতেছি, ওনার দ্বারা সারা দুনিয়ায় রাসূল (সাঃ) এর তরিকা প্রচার হবে।

কেবলাজান হুজুরের জ্ঞানপিপাসা না মেটার ফলে তিনি তাঁর শিক্ষাকে আরো অগ্রসর করতে ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাই তিনি বিভিন্ন অলি-আল্লাহর সহবতে যান, ধৈর্য্য ও যত্নের সাথে আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জন করেন, চার তরিকার অজিফা আমলের উপরে তরিকতের দায়রার এলেম দায়েরা-সূলুক ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

বিশ্ব-বিখ্যাত মোফাস্‌সিরে কোরআন, মোহাদ্দেসে আকবর, মুফতি আজম, আলেমে হক্কানি, আলেমে রব্বানী শাহসূফী আলহাজ মাওলানা কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খান মাতুয়াইলী (রহঃ) এর কাছে বাইয়াত বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দরবারে মোজাদ্দেদিয়ায় কেবলাজান হুজুর ১১ বছর যাবত গোলামী করে খেলাফত হাসিল করেন।

এরপর আপন পীরের নির্দেশে তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানায়

তাঁর পীরের নামানুসারে কলাগাছিয়া ইউনিয়নের শুভকরদী গ্রামে ১৯৮৮ সালে কুতুববাগ খানকা শরীফ প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর আপন পীরের নির্দেশে বন্দর থানাধীন সাবেক রেলস্টেশন সংলগ্ন কুতুববাগ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠিত করেন। রাসূল (সাঃ) এর সত্য তরিকা প্রচার ও বিস্তার করার জন্য কুতুববাগী কেবলাজান ঢাকা ফার্মগেট সংলগ্ন ৩৪ ইন্দিরা রোডে সদর দপ্তর কুতুববাগ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন এর মাধ্যমে দেশে বিদেশে সর্বস্তরের মানুষের কাছে আল্লাহ-রাসূলের মনোনীত ইসলাম ও সত্য তরিকার বাণী তামাম দুনিয়ায় প্রচারের লক্ষ্যে বিরামহীন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

ভূমিকা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ. فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَمَّا بَعْدُ

উচ্চারণ: নাহমাদুহু ওয়া-নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানূর-রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আম্মাবাদ

اِنَّ اللهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾

উচ্চারণ: ইন্নাল্লা-হা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবীয়্যি ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আ-মানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাসলিমা (সূরা আহযাব, আয়াত, ৫৬)।

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবী (সঃ)-এর মহব্বতে ও সম্মানে দরূদ-সালামের মজলিশ করছেন এবং অব্যাহতভাবে করতে থাকবেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবী (সঃ) এর সম্মানে ও মহব্বতে তাজিমের সঙ্গে দরূদ ও সালামের মাহফিল করো।

কুরআনুল কারীমের উপরি উক্ত আয়াতটি আরবি ব্যাকরণিক (মুজারি'সিগাহ্) অর্থ অনুযায়ী এটি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে অর্থবহ করে। আয়াতটি বহুবচনাত্মক এবং দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগে মহান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর ফিরিশতাগণ; অন্যভাগে ঈমানদার মুসলমানগণ। আয়াতটিতে নবী করীম (সা:)এর মহব্বত ও সম্মানে দরূদ ও সালামের আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু দরূদ ও সালামের এ আদেশটি কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তা বলা হয়নি। তবে বিষয়বস্তু বহুবচনাত্মক এবং ঈমানদারদের অর্থাৎ একাধিক ব্যক্তিকে দরূদ ও সালাম অনুশীলনের আদেশ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এটি সম্মিলিত অনুশীলন প্রক্রিয়া।

জানা যায় যে, মহান আল্লাহতা'লার উপরি উক্ত আয়াতে কারীমার অর্থ অনুযায়ী আউলিয়া কেরাম, হক্কানী আলেম ওলামা ও নায়েবে রাসূলগণ দরূদ ও সালামের এ সম্মিলিত অনুশীলনটি 'ক্বিয়ামে মিলাদ শরীফ'- এর মাধ্যমে অনুশীলন করতেন। তাঁরা তাঁদের অনুসারীদেরকেও অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। ক্বিয়ামে মিলাদ শরীফে আউলিয়াগণ প্রথমে আল্লাহতা'লার যিক্‌র এবং নবী করীম (সা:)এর মহব্বতে ও সম্মানে তাযীমের সাথে দরূদ শরীফ পাঠ করেন। এরপর নবী করীম (সা:) এর মহব্বতে ও সম্মানে ক্বিয়ামের মাধ্যমে সালাতুস সালাম পাঠ করেন। তারপর নবীজি (সা:) এর উসিলায় নিজের মাগফিরাতের জন্য দু'আ-মুনাজাত করেন।

সালাম একটি প্রশংসাসূচক বাক্য। সালামের শাব্দিক ভাবের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য ও অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়। সালামের মধ্যে দু'আ, প্রশংসা, প্রার্থনা, সম্মান, স্নেহ, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার অর্থ নিহিত আছে। সালামের জবাব দেওয়া যেমন ওয়াজিব, তেমনি আদব ও সম্মানের সাথে সালাম দেওয়াও সুন্নত। আম্বিয়া, আউলিয়া ও মাতা-পিতার প্রতি আদব বা সম্মান প্রদর্শন করাও ওয়াজিব।

ছোটদের সালাম ও তার জবাব দানের অর্থ হচ্ছে, দু'আ, প্রশংসা স্নেহ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। মাতা-পিতা, বুজুর্গ ও মুরুব্বিদের জন্য এর অর্থ হচ্ছে- আদব, সম্মান ও তাযীম প্রকাশ। বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী ও সমবয়সীদের জন্য এর অর্থ হলো, সম্ভাষণ ও ভদ্রতা প্রকাশ। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সালামের অর্থ হলো, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। আম্বিয়া ও আউলিয়াদের জন্য এর অর্থ হচ্ছে, দু'আ, আদব সম্মান ও তাযীম। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা:) এর ক্ষেত্রে সালামের অর্থ হচ্ছে, সম্মান তাজিম প্রদর্শন করা। নবী করীম (সা:) হচ্ছেন রাহমাতাল্লিল আলামীন, শাফিয়াল মুজনবীন। তিনি রহমত বন্টনকারী এবং শাফায়াত দানকারী। তাঁর রহমত, বরকতেই সৃষ্টিজগত সজীব ও সঞ্জীবিত। কারো পক্ষ থেকে নবী করীম (সা:) এর জন্য দু'আ এবং দয়ার প্রয়োজন নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ ও রাসূল (সা:) এর ক্ষেত্রে সালামের অর্থ কী হবে? এক্ষেত্রে জানতে হয় যে, মহান আল্লাহতা'লা ও রাসূল (সা:) এর মধে সর্ম্পক কী? নবী করীম (সা:) হলেন মহান আল্লাহ'তায়ালার প্রিয় হাবীব এবং পিয়ারে দোস্ত। অতএব আল্লাহ্ ও রসূল (সা:)এর ক্ষেত্রে সালামের অর্থ হবে, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা বিনিময় করা।

ফেরেশতা ও ঈমানদার মুসলমানদের ক্ষেত্রে সালামের অর্থ কী হবে? এ ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ফিরিশতাদেরও কারো পক্ষ থেকে দু'আ এবং দয়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো মুখাপেক্ষী নন। নবী করীম (সা:) কে ফিরিশতাদের সালাম দেওয়ার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাঁরা নবী করীম (সা:)'কে সালাম দিয়ে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হন। যেমন, রাষ্ট্রপতির গার্ড রেজিমেন্টের সদস্যগণ। তারা রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রীয় অতিথিদেরকে সালাম দিয়ে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হন। সেনাবাহিনীর সদস্যদের সবার পক্ষে রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রীয় অতিথিদেরকে সালাম দেওয়ার সুযোগ হয় না, কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির গার্ড রেজিমেন্টের সদস্যরাই সালাম দিতে পারেন। তেমনি বায়তুল মামুর মসজিদে তওয়াফরত বিশেষ ফিরিশতারাই মহান আল্লাহতায়ালার পিয়ারে হাবীব (সাঃ) এর উদ্দেশে সালাম পেশ করে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হচ্ছেন।

অনুরূপ মহানবী (সাঃ)'কে কিয়ামের সাথে সালাম দেওয়ার সৌভাগ্য সবার হয় না। যাদের অন্তরে নবী করীম (সাঃ) এর মহব্বত সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, কেবল তারাই তাঁকে সালাম দিতে সক্ষম। তারা নবী করীম (সাঃ) এর পক্ষ থেকে মহব্বত, নাযাত এবং মাগফিরাত লাভ করেছেন। নবী করীম (সাঃ) এর মহব্বত লাভ করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব।

উপরিউক্ত আয়াত সম্পর্কে জানা যায় যে, মহানবী (সাঃ) মিরাজ শরীফে গমনকালে মহান আল্লাহতায়া'লা দেখেন যে, একদল ফেরেস্তা বায়তুল মামুর মসজিদ তওয়াফ এবং পাঠ করছেন:

সুবৃহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবৃহানাল্লাহিল আযীম

আল্লাহতা'লা লক্ষ্য করলেন, ফিরিশতারা যে যিক্‌র করছে তাতে শুধু মহান আল্লাহতায়ালার প্রশংসা প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে আল্লাহর হাবীব (সাঃ) এর প্রশংসা নেই। তখন আল্লাতা'লা ফিরিশতাদের প্রতি আদেশ করেন যে, আমি আল্লাহ আমার হাবীবের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করছি, তোমরাও আমার হাবীব (সা:) এর সম্মানে এবং মহব্বতে দরূদ ও সালাম পেশ করো।

এখন প্রশ্ন হলো যে, মহান আল্লাহ্‌তায়া'লা যখন নবী (সাঃ) এর মহব্বত ও সম্মানে ফিরিশতাদের দরূদ ও সালাম পেশ করার আদেশ দিলেন এবং তিনি (আল্লাহ) নিজেও যখন ফিরিশতাদের নিয়ে দরুদ ও সালামের মজলিশ করলেন, তখন কি আল্লাহতা'লা এবং ফিরিশতারা দাঁড়িয়ে সালাতুস সালাম পাঠ করেছিলেন, নাকি বসে? এ ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, বসা অবস্থায় কোনকিছু তওয়াফ করা যায় না বা সম্মান করা যায় না এবং আল্লাহতায়ালার উপস্থিতিতে ফিরিশতারা বসে থাকতে পারে না। বলেই উপরিউক্ত দরূদ ও সালামের মাহফিল নিঃসন্দেহে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ ক্বিয়ামের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ﴿۸﴾

উচ্চারণ: ইন্না-আরসালনা-কা শা-হিদাওঁ ওয়া মুবাশ্বিরাও ওয়া নাজিরা (সুরা ফাতাহ, ৪৮:৮)

অর্থ: (হে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে হাজির নাযির বা প্রত্যক্ষকারী স্বাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী নবী-রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি (সূরা ফাতাহ ৪৮:৮)

اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۢ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

উচ্চারণ: ইন্না আরসালনা-ইলাইকুম রাসূলান শাহিদান আলাইকুম (সূরা মুজাম্মিল, ৭৩: ১৫)

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের হৃদয়ে হাজির-নাযির, উপস্থিত বা প্রত্যক্ষকারী সাক্ষীদাতা (সূরা মুজাম্মিল, ৭৩:১৫)।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ.

উচ্চারণ: আন-নবী-উ আউলা বিল মুমিনীনা মিন আন ফুসিহিম (সুরা আহযাব, ৩৩:৬)।

অর্থ: নবীজি (সাঃ) মুমিন-এর অন্তরে অবস্থান করেন (সূরা আহযাব ৩৩:৬)।

যাদের অন্তরে নবীজি অবস্থান করেন, যাদের সাথে নবীজীর মহব্বত হয়েছে, নবীজী যাদেরকে ভালবাসেন, তারা নবীজিকে দেখেন এবং নবীজী তাদেরকে দেখেন। যাদের সাথে নবীজীর মহব্বত হয়নি, তারা কীভাবে নবীজীকে দেখবে? যাদের সাথে নবীজীর মহব্বত আছে, তাদের জন্য তো মিলাদ-ক্বিয়াম বিদআত হতে পারে না।

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

উচ্চারণ: ক্বাদ জা-আকুম মিনাল্লাহি নূরুও ওয়া কিতাবুম মুবীন (সূরা মায়িদা, ৫:১৫)।

অর্থ: নিশ্চয়ই তেমাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর নূর এবং তাঁর কিতাব (সূরা মায়িদা, ৫:১৫)।

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ وَخَلَقَ اللّٰهُ اَنَا مِنْ نُوْرِى اللّٰهِ وَكُلُّ شَيْئٍ مِنْ نُوْرِىْ.

উচ্চারণ: আউয়ালু মা-খালাকাল্লাহু নূরী ওয়া খালাকাল্লাহু আনা মিন নূরীল্লাহি ওয়াকুল্লু শাইয়ীম মিন্ নূরী (রওয়াহু মুসলিম) ।

অর্থ: মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর নূর থেকে আমার নূর সৃষ্টি করেন। আমি আল্লাহর নূর থেকে, সমগ্র জগৎ আমার নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে (হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাদিআল্লাহুতা'লা আনহু, মুসলিম শরীফ)।

وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللهِ وَ رُسُلِهٖ

উচ্চারণ: ওয়া ইউরীদূনা আইউফাররিকু বাইনাল্লাহি ওয়া রুসূলিহী (সূরা নিসা ৪:১৫০)।

অর্থ: তোমরা আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে পৃথক করো না (সূরা নিসা, ৪:১৫০)।

নবী করিম (সা:) আপনার প্রকৃত রূপ তো মানবীয় দেহের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে। আপনাকে আপনার গোপনকারী ও আবরণকারী মাহবুব ছাড়া কেউই চিনতে পারেনি (মৌ: আবুল কাশেম নানুতবী, প্রতিষ্ঠাতা দেওবন্দ মাদ্রাসা)।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ ۚ

উচ্চারণ: মাই ইউত্বি'য়ির রাসূলা ফাক্বাদ আত্বা-আল্লাহ্ (সূরা নিসা, ৪:৮০)।

অর্থ: যে রাসূল (সা:) এর আনুগত্য করল, সে-তো আল্লাহরই আনুগত্য করল (সূরা নিসা, ৪:৮০)।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾

উচ্চারণ: কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লা-হা ফাত্তাবি'উ-নী ইউহ্-বিব্কুমুল্লা-হু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম; ওয়াল্লা-হু গাফুরুর রহীম (সূরা আল-ই-ইমরান, ৩:৩১)।

অর্থ: প্রিয় হাবীব (সা:) আপনি বলে দেন, তোমরা আল্লাহকে পেতে চাইলে আমাকে ভালোবাসো, আল্লাহ্, তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের গুনাহসূমহকে, আল্লাহ্ ক্ষমাকারী-অতি দয়ালু (সূরা আল-ই-ইমরান, ৩:৩১)।

كُنْتُ نَبِيًّا وَّ آدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّيْنِ

উচ্চারণ: কুনতু নাবীইয়াঁও আদামু বাইনাল মায়ি ওয়াত ত্বীন (রওয়াহু মুসলিম)

অর্থ: নবীজি (সা:) বলেন, আমি তখনও নবী ছিলাম, যখন আদম আলাইহিস্ সালাম পানি এবং মাটির মধ্যে মিশ্রিত ছিলেন (হাদীসে কুদসী, মুসলিম শরীফ)।

كُنْتُ نُوْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَبِّ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ اَرْبَعَةَ عَشَرَ اَلْفٍ.

উচ্চারণ: কুনতু নুরান বাইনা ইয়াদাই রাব্বি ক্বাবলা খালকি আদামা বিআরবায়াতি আশারা আলফা (রওয়াহু মুসলিম)।

অর্থ: আমি আদম আলাইহিস্ সালামের সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহর কাছে নুর হিসাবে বিদ্যমান ছিলাম। ঐ জগতের একদিন পৃথিবীর এক হাজার বৎসরের সমান। অথাৎ পাঁচশত চার কোটি বৎসর (হযরত আলী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু সালাম থেকে বণিত হাদীস: বেদায়া, নেহায়া ও আনওয়ারে মুহম্মদী)।

নবী করিম (সা:) জিব্রাইল আলাইহিস্ সালামকে তাঁর বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, চতুর্থ আকাশে একটি উজ্জ্বল তারকা ৭০ হাজার বছর উদিত অবস্থায় এবং ৭০ হাজার বছর অস্তমিত অবস্থায় বিরাজমান থাকত; আমি ঐ তারকাটিকে ৭২ হাজারবার উদয় হতে দেখেছি। নবী করীম (সা:) বলেছেন, জিব্রাইল, মহান আল্লাহতা'লার শপথ, আমিই ছিলাম ঐ তারকা (মুসলীম শরীফ)।

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

উচ্চারণঃ কুল বিফাদ্বলিল্লা-হি ওয়া বিরাহমাতিহী ফাবিযা-লিকা ফালইয়াফরাহু হু-ওয়া খাইরুম মিম্মা ইয়াজ্ব মাউন (সূরা ইউনূস, ১০:৫৮)।

অর্থঃ হে রাসূল, (সাঃ) আপনি মানবমণ্ডলীকে বলে দিন, আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও করুণাপ্রাপ্ত হয়ে, তারা যেন ঈদ-উৎসব পালন করে। এ ঈদ তাদের জন্য সবকিছু থেকে উত্তম (সূরা ইউনুস, ১০:৫৮)।

নিশ্চয়ই মহানবী রাসূলে করীম (সাঃ)এর মানুষের জন্য মহা-নিয়ামত, রহমত, কল্যাণ ইত্যাদি। আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে হুজুর (সাঃ) চেয়ে বড় নিয়াতম ও রহমত আর কী হতে পারে? মহান আল্লাহতা'লা উপরিউক্ত আয়াতে কারিমায় হুজুর (সা:) এর জন্মদিনের ঈদ-উৎসব পালনেরই আদেশ করেছেন। অতএব ঈদ-ই-মিলাদুন-নবী (সা:) পালন করা ইমানদারদের জন্য ওয়াজিব।

মিলাদ ক্বিয়াম এবং ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা:) সম্পর্কে হযরত আবুবক্কর সিদ্দীক রাদিআল্লাহুতায়ালা আনহু বলেছেন, যে ব্যক্তি মিলাদ মাহফিলের জন্য এক দিরহাম খরচ করবে, সে বেহেশতে আমার সঙ্গী হবে।

হযরত উমর রাদিআল্লাহুতা'লা আনহু বলেছেন, যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (সা:) গুরুত্ব প্রদান করল, সে যেন ইসলামকে জিন্দা করল।

হযরত উসমান রাদিআল্লাহুতা'লা আনহু বলেছেন, যে ব্যক্তি মিলাদ মাহফিলের জন্য এক দিরহাম খরচ করল, সে যেন বদর এবং হুনাইনের জিহাদে হাজির থেকে যুদ্ধ করল।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু সালাম বলেছেন, মিলাদুন্নবী (সা:) এর গুরুত্ব প্রদানকারী মিলাদ মাহফিল আয়োজনের কারণে, দুনিয়া থেকে ঈমানের সাথে পরলোকে যাবে এবং বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে (আন- নিয়ামাতুন কুবরা আলাল আলম, মক্কা শরীফ)।

যাদের অন্তরে নবীজি অবস্থান করেন, যাদের সাথে নবীজীর মহব্বত হয়েছে, নবীজী যাদেরকে ভালোবাসেন, তারা নবীজিকে দেখেন এবং নবীজী তাদেরকে দেখেন। যাদের সাথে নবীজীর মহব্বত হয়নি, তারা কীভাবে নবীজীকে দেখবে? যাদের সাথে নবীজীর মহব্বত আছে, তাদের জন্য তো মিলাদ-ক্বিয়াম বিদআত হতে পারে না।

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ،قَالَ: يَا جَابِرُ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهِ. فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى، وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ، وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّىٌّ وَلَا اِنْسِىٌّ فَلَمَّا اَرَادَ اللهُ تَعَالٰى اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذٰلِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ: فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ الْقَلَمَ، وَمِنَ الثَّانِىِ اللَّوْحَ، وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِىِ الْكُرْسِيَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِىَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ السَّمٰوَاتِ وَمِنَ الثَّانِىِ الْاَرْضِيْنَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَّمَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ نُوْرَ اَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمِنَ الثَّانِىِ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَهِىَ الْمَعْرِفَةُ بِاللهِ تَعَالٰى وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ اُنْسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ.

উচ্চারণ: রাওয়া আব্দুর রাজ্জাক্ব বিসানাদিহী আন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহি রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু ক্বলা কুলতু ইয়া রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বি-আবি আনতা ওয়া উম্মি আখবিরনি আন আউয়্যালি শাইয়িন খালাক্বা হুল্লাহু তায়ালা ক্বাবলাল আশিয়ায়ী ক্বালা ইয়া জাবিরু ইন্নাল্লহা তায়ালা খালাক্ব কাবলাল আশইয়ায়ী নূরা নাবীয়্যিকা মিন নূরিহি ফাজায়ালা জালিকান নুরু ইয়াদুরু বিলকুদরাতি হাইছু শায়াল্লাহু তায়ালা ওয়ালাম ইয়াকুন ফি জালিকাল ওয়াক্তি লাওহু ওয়ালা ক্বালামুন ওয়ালা জান্নাতুন ওয়ালা নারুন ওয়ালা মালাকুন ওয়ালা

সামাউন ওয়ালা আরদুন ওয়ালা শামছুন ওয়ালা ক্বামারুন ওয়ালা জিন্নিউন ওয়ালা ইনসিউন ফালাম্মা আরাদাল্লাহুতায়ালা আঁই ইয়াখলুকাল খাল-ক্বা ক্বাস্‌সামা জালিকাল নূরা আরবাআতা আজযাইন ফাখালাক্বা মিনাল জুযইল আউয়্যালিল ক্বালামা ওয়া মিনাস সানিইল লাওহা ওয়া মিনাস সালিসিল আরশা ছুম্মা ক্বাসামা জুযাআর রাবিয়া আরবাআতা আজযাইন ফাখালাক্বা মিনাল জুযাইল আউয়ালি হামালাতাল আরসি ওয়া মিনাছ সানিইল কুরছিয়্যা ওয়া মিনাস ছালিছি বাক্বিয়াল মালাইকাতি ছুম্মা কাস্‌সামাল জুযায়ার রাবিয়া আরবাআতা আজযাইন ফাখালাক্বা মিনাল আউয়্যালিস সামাওয়াতি ওয়া মিনাস সানিয়িল আরদিনা ওয়া মিনাস ছালিছিল জান্নাতা ওয়ান্নারা সুম্মা ক্বাস্‌সামাল ক্বিসমার রাবিয়া আরবায়াতা আজযাইন ফাখালাক্বা মিনাল আউয়্যালি নূরা আবছারিল মু'মিনীনা ওয়া মিনাস সানিয়ি নূ'রা কুলুবিহিম ওয়াহিয়াল মা'রেফাতু বিল্লাহি তায়ালা ওয়া মিনাস ছালিছি নূরা আনফুসিহিম ওয়াহুয়াত তাওহীদু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রওয়াহু মাওয়াহেব)।

অর্থঃ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহুতা'লা আনহু থেকে বণিত হাদীসঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যেঃ

যখন আল্লাহ ছাড়া কিছুই ছিল না, তখন আল্লাহতায়ালা তাঁর নিজ নূর থেকে তাঁর হাবীব (সাঃ) এর নূর পৃথক করেন। তারপর মহানবী হাবীব (সাঃ) এ নূর চার ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগ দিয়ে 'কলম' দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে 'লাওহে-মাহফুজ' এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে 'আরশ' সৃষ্টি করেন। অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগ দিয়ে 'আরশ বহনকারী ফিরিশতা' দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে 'কুরসি' এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে 'অন্যান্য ফিরিশতা' সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় চার ভাগের অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে 'আকাশ' দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে 'জমিন' (পৃথিবী) এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে 'বেহেশত ও দোযখ' সৃষ্টি করেন। অবশিষ্ট এক ভাগকে পুনরায় চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিযে 'মু'মিনদের নয়নের (দৃষ্টি শক্তি) নূর'

দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে আল্লাহ্‌র মারিফত 'ক্বলবের নূর' এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে কালেমা 'তাওহীদ' সৃষ্টি করেন এবং অবশিষ্ট এক ভাগ দিয়ে অন্যান্য সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেন। (হাদীসে মাওয়াহেব)।

قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ط

উচ্চারণ: কুল-লা আসআলুকুম আলাইহি আজ্বরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কূরবা (সূরা শূরা ৪২:২৩)।

অর্থ: মহান আল্লাহতায়ালা বলেন, হে আমার মাহবুব আপনি বলে দিন, রিসালাত পৌছিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাই না। তোমরা শুধু আমার আহলে বাইতকে ভালোবাস (সূরা শূরা ৪২:২৩)।

আহলে বাইতের অর্ন্তভুক্ত পাক পাঞ্জাতন চার সাহাবী, আসহাবে সূফ্‌ফা, খোলাফায়ে রাশেদীন, উলিল আমর আউলিয়া-কেরামগণ, বেলায়েতে মাশায়েক ও হেদায়েতের হাদী, হক্কানী আলেম-ওলামা ও আহলে রাসূলগণ। রাসূল (সা:) উদাহরণ দেন নূহ (আ:) এর কিস্তিতে যারা উঠেছিলো তারা নাজাত পেয়েছিল। আর যারা উঠতে পারে নাই তারা গজবে নিপতিত। নূহ (আ:) এর ছেলে কেনান উঠতে পারে নাই বিধায় গজবে ধ্বংস হয়েছিল। যারা আসহাবে সূফ্‌ফাদের বা কামেল মুর্শিদের অনূসরণ করবে বা বায়াত গ্রহণ করবে তারাই নূহ (আ:) কিস্তিতে উঠে গেল বা নাজাত পেয়ে গেল।

আউলিয়া কেরামগণের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহতায়ালা কোরআন পাকে এরশাদ করেনঃ

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۶۲﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿۶۳﴾ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۶۴﴾

উচ্চারণঃ আলা ইন্না আওলিয়া আল্লা-হি লা-খাওফুন ‘আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহযানূন। আল্লাযীনা আ-মানু ওয়া কা-নূ ইয়াত্তাকূন। লাহুমুল্ বুশরা-ফিল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া ওয়াফিল্ আ-খিরাতি; লা তাব্দীলা লিকালিমা-তিল্লা-হি; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল আজীম।’ (সূরা ইউনুস, আয়াত- ৬২-৬৪)

অর্থঃ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা সবাইকে সর্তক করে বলেনঃ সর্তক হও! জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধু অলিআউলিয়াদের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাযুক্তও হন না, গোমগীন হন না। যাঁরা বিশ্বাস করেন এবং সাবধানতা অবলম্বন করেন, তাঁদের জন্য ইহকাল ও পরকালের জীবনে সুসংবাদ আছে, আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই, এটিই মহা সাফল্য। (সূরা ইউনুস, আয়াত- ৬২-৬৪)

There will certainly be no fear for the close friends of Allah, nor will they grieve. They are those who are faithful and are mindful of Him. For them is good news in this worldly life and the Hereafter. There is no change in the promise of Allah. That is truly the ultimate triumph. (Sura Yunus Ayat 62-64)

দেখা যায় যুগে যুগে নবী হযরত আদম (আ:)থেকে শুরু করে আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকলেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, কাজেই অনান্য রাসূল ও বেলায়েতে মাশায়েকগণ বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। মহান আল্লাহতায়ালা তাঁদেরকে সাহায্য করে থাকেন, যা তোমরা খবর রাখো না।

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

উচ্চারণ: ওয়ালা-তাকুলূ লিমাই ইউক্বতালু ফী সাবীলিল্লা-হি আমওয়া-ত বাল্ আহইয়া ইউ-ওয়ালা-কিল্লা-তাশ'উরূন (সূরা বাক্বারা, ২:১৫৪)

অর্থ: যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবন যৌবন উৎসর্গ করেছে; তাঁদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তাঁরা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝ না, খবর রাখো না। তোমরা দুনিয়াতে বে-খবর (সূরা বাক্বারা, ২:১৫৪)

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿۱۶۹﴾

উচ্চারণ: ওয়ালা- তাহসাবানাল্লাজীনা ক্বুতিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি আমওয়া-তা; বাল আহইয়া উন 'ইন্দা রাব্বিহীম ইউরযাকূন (সূরা আল-ইমরান, ৩:১৬৯)।

অর্থ : যারা আল্লাহ্‌র মহব্বতে জীবন উৎসর্গ করেছে; তাঁদেরকে মৃত মনে করো না, তাঁরা বরং জীবিত, স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, স্বীয় রবের পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত (সূরা আল-ইমরান, ৩:১৬৯)।

وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُورِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَ رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰ لِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾

উচ্চারণ: ওয়া-লাক্বাদ কাতাবনা-ফিয্যাবূরি মীম বা'দিয্ যিক্রি আন্নাল আরদ্ব ইয়ারিছুহা-ইবা-দিয়াছ-ছলিহুন। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৫)।

অর্থ: (প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ' আপনার মহব্বতে আমার মাহবুব বান্দাদেরকে পৃথিবীর স্বত্তাধিকারী করে, তা আমার লওহে মাহফুজে লিখে রেখেছি। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৫)

كَرَامَاتُ الْاَوْلِيَآءِ حَقٌّ

উচ্চারণ: কারামাতুল আউলিয়া-ই হাক্কুন

অর্থ: আউলিয়াদের অলৌকিক ক্ষমতা সত্য (আল- হাদীস)।

اَلْاَوْلِيَآءُ رَيْحَانُ اللهِ

উচ্চারণ: আল আউলিয়ায়ু রায়হানুল্লাহ।

অর্থ: আউলিয়াগণ আল্লাহ্র সুবাস (আল- হাদীস)।

مَنْ عَدَالِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بَالْحَرْبِ

উচ্চারণ: মান আদালি ওয়ালি-ইয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিলহারবী (রাওয়াহু মুসলিম)।

অর্থ: যে ব্যক্তি আমার কোন আউলিয়ার সাথে শত্রুতা করে, আমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাই প্রস্তুত হও। (হাদিসে কুদসী)।

হে জাকের-জাকেরীন, আশেকান ও প্রিয় পাঠকগণ আপনারা চিন্তা করে দেখুন মহান আল্লাহ্তায়ালা নবী-রাসূল ও অলী-আউলিয়াদের ব্যাপারে কী সর্তকবাণী দিয়েছেন। আপনারই বলুন অলি-আউলিয়াগণের সোহবতে গিয়ে তালিম-তালকিন, শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করার দরকার আছে কিনা?

তরিকতের প্রাথমিক শিক্ষার্থী-সালেকদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর নিত্যদিনের সংক্ষিপ্ত অজিফা আমল

ফজরের ওয়াক্ত :

ফজরের নামাজের পর আদবের সাথে বসে মনোযোগ সহকারে পাক কালাম ফাতেহা শরিফ পাঠ করতে হয়।

পাক-কালাম ফাতেহা শরীফ পাঠের নিয়মাবলী :

১.আওযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহসহ তওবা (ইস্তেগফার) পাঠ করবেন ৩ বার।

উচ্চারণ ঃ আস্তাগফিরুল্লা-হা রাব্বী মিন কুল্লি জাম্বিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি।

২. বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতেহা ২ বার।

৩. বিসমিল্লাহ্ সহ সূরা ইখ্লাস ৩ বার।

৪. দরুদ শরীফ ৩ বার।

উচ্চারণ : আল্লাহুমা ছাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিউ উছিলাতি ইলাইকা ওয়া আ-লিহী ওয়া ছাল্লিম।

পাক কালাম ফাতেহা শরীফ বকশানোর নিয়ম :

হে মাবুদ মাওলা! পাক কালাম ফাতেহা শরীফের ভূলত্রুটি ক্ষমা করে কবুল করো। ইহার সওয়াব নজর আকায়ে নামদার তাজেদারে মদিনা হুজুর পুর নূর (স:) এর রওজা মোবারকে মিছকিনদের তরফ হইতে পৌছায়ে দাও। তাঁর আল আওলাদ, আল আসহাব, আহালে বাইয়াত, পাক পাঞ্জাতন, ইমাম হাসান-হোসাইন-যাঁহারা দস্ত কারবালায় শহীদ হইয়াছেন, শহীদানদের আরওয়াহ্ পাকে মিছকিনদের তরফ হইতে ছওয়াব নজর পৌছাও।

হে আল্লাহ সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের মুর্শিদকেবলা শাহসূফী হযরত মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দী মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, জেসমানি আওলাদ বড় ভাইজান সৈয়দ খাজা গোলাম রাব্বানি (রহ:), ছোট ভাইজান সৈয়দ খাজা গোলাম রহমান (রহ:) এবং পীরজাদী সৈয়দা জয়নব (রহ:) বন্দর ও কলাগাছিয়ার জমিনে দারুল বাকায় আরাম ফরমাইতেছেন, তাহাদের আরওয়াহ্ পাকে।

হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের দয়াল দরদী দাদাপীর আলেমে হাক্কানী আলেমে রাব্বানী মোফাচ্ছেরে কোরআন আলহাজ শাহসূফী মাওলানা কুতুবউদ্দিন আহাম্মদ খান মাতুয়াইলি (রহ) এর পাক আত্মায়। হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর শাহসূফী সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহম্মদ চন্দ্রপুরী, সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর শাহসূফী ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (রহ) এর পাক আত্মায়। এনায়েতপূরীর বাগানের ফুল যে যেখানে ইনতেকাল ফরমায়েছেন, সব্বার আরওয়াহ্ পাকে সওয়াব নজর পৌছাও। সওয়াব নজর পৌছাও বাংলা ভারতের মহাসাধক শাহসূফি আল্লামা খাজাবাবা সাইফুদ্দিন শুম্ভুগঞ্জী এনায়েপুরীর পাক আত্মায়।

সওয়াব নজর পৌছাও সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদিবাগী (রহ), সওয়াব নজর পৌছাও সূফী ফতেহআলী ওয়াসী রাসূলে নোমা (রহ) এর পাক আত্মায় সওয়াব নজর পৌছাও, দুররে মাকনুন মা জোহরা খাতুন ও তাঁর আওলাদ সৈয়দ এহসান আহম্মদ (রহ) ও তাঁর নেসবতে যত অলি আল্লাহ্ গাউস-কুতুব, নজিব-নুজাবা-নুকাবা, আখিআল আবদালের আরওয়াহ্ পাকে। তরিকার ইমাম, তরিকার বাদশা শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দি মোজাদ্দেদ আলফে সানির পাক আত্মায় এই মিসকিনদের তরফ থেকে সওয়াব নজর পৌছাও। সওয়াব নজর পৌছাও নকশবন্দিয়া তরিকার ইমাম খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী বোখারির পাক আত্মায় । সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর গাওসুল আজম মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি বাগদাদীর পাক আত্মায় । সওয়াব নজর পৌছাও গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমেরীর পাক আত্মায়। সওয়াব নজর পৌছাও কাদরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া তরিকার যত পীর ফকির অলি-আল্লাহর আরওয়াহ্ পাকে। সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের তরিকার পীরভাই-পীরবোন, জাকেরভাই-জাকেরবোন যাহারা রাসূলুল্লাহর সত্য তরিকার মুরিদ হইয়া কবর বাড়িতে গেছেন তাহাদের সকলের আরওয়াহ্ পাকে। সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের বিশ্ব গর্ভধারিনী মা, জন্মদাতা বাবা এবং ভাই-বোন, দাদা-দাদী সবার আরওয়াহ্ পাকে। হক্কুল এবাদে যাহাদের কাছে আমরা আটক রহিয়াছি, তাহাদের রূহে ছোয়াব-রেসানী পৌছাইয়া আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। জান্নাতুল বাকি, জান্নাতুল মোয়াল্লাহ্ সবার আরওয়াহ্ পাকে সওয়াব নজর পৌছাও। দীন ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখো। তোমার নাম লইতে লইতে তোমার গুণ গাইতে গাইতে, তোমার জামালে দীদারের হাউসে কাবাব বনতে বনতে, তোমার নূরের এসকের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে আমাদেরকে খাতেমা বিল খায়ের দান করো। আমিন! আমিন! ছুম্মা আমিন, বাহাক্কে লা-ইলাহা-ইল্লালাহু-মোহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্ (স:)।

পাক কালাম ফাতেহা শরীফের ফজিলত :

পাক কালাম ফাতেহা শরীফের মধ্যে অনেক ফজিলত নিহিত রহিয়াছে। ইহা নিয়মিত পাঠে গুনাহসূমহ মাফ হয় এবং কঠিন কোনো বালা মছিবতে পতিত হইবে না। ইহা পাঠ করিয়া কবরবাসীর জন্য দোয়া করিলে দুই প্রকার উপকার হয়। প্রথমত যারা আযাবের কবরে আছে, তারা শান্তি পায়। দ্বিতীয়ত যাঁহারা শান্তির কবরে আছে তাঁদের উপরে পৌছালে তাহারা আমাদের জন্য দোয়া করে। যা মহান আল্লাহতায়ালা কবুল করেন। ইহা পাঠে আল্লাহ ও দয়াল নবী রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহি সাল্লাম এর সন্তুষ্টি হাসিল হয় এবং দুই খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সওয়াব আমলনামায় লেখা হয়।

বাদ ফজর কুওয়াতে এলাহিয়ার ফয়েজের নিয়ম :

সকলে আদব বুদ্ধি মোহাব্বতের সাথে বসে যান। খেয়াল আপন মোর্শেদের দিকে মোতাওয়াজ্জু হোন। পীর কেবলাজানের দেলের উসিলা ধরিয়া সমস্ত পীরানা পীরদের দেলের উসিলা ধরিয়া দয়াল নবীজির পাক রওজায় হাজির হইয়া দেলের হাত দিয়া নূরানী কদম মোবারক জড়ায়ে ধরিয়া মহান আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জো হোন এবং মহান আল্লাহতায়ালার খাস কুওয়াতে এলাহিয়ার ফয়েজ ভিক্ষা নিয়া খতম শরীফ আদায় করেন।

খতম শরীফ পড়িবার নিয়ম :

দুরুদ শরীফ ১১ বার

(উচ্চারণ : আল্লাহুমা ছাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিউ উছিলাতি ইলাইকা ওয়া আ-লিহী ওয়া ছাল্লিম)

'লা হাওলা ওয়ালা কুউ ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' ১০০ বার।

দরুদ শরীফ ১১ বার।

উচ্চারণ : আল্লাহুমা ছাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিউ উছিলাতি ইলাইকা ওয়া আ-লিহী ওয়া ছাল্লিম।

খতম শরিফ বকশানোর নিয়ম :

হে মাবুদ মাওলা! তরিকার নিয়ম অনুযায়ী খতম শরীফ পাঠ করিয়াছি, এই খতম শরীফের ভুলত্রুটি মাফ করো, মাফ করে এর নজরানা মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রহ) এর পাক আত্মায় পৌছাও। হে মোজাদ্দিদ সাহেব! আপনার খাস এস্ক মহব্বত আমাদের অন্তরে দান করো। হে আল্লাহ আমাদের জাকের-ভাইবোন, পীর ভাই-বোনদের চাকরি-নকরী, ব্যবসা বাণিজ্য, কুতুববাগ দরবার শরীফ সদর দপ্তর,ফার্মগেট, ঢাকা, কুতুববাগ দরবার শরিফ বন্দর, নারায়ণগঞ্জ ও সকল খানকা শরিফ এবং রাসূলুল্লাহ্‌র সত্য তরিকার দাওয়াতে যে যেখানে আছেন, সকলে আমরা তোমার খাস কুওয়াতের কেল্লায় আছি এবং আজ ফজর থেকে আগামীকাল ফজর পর্যন্ত দয়া করে কিল্লাবন্দী করে রাখো। আমিন! আমিন! ছুম্মা আমিন, বাহাক্কে লা-ইলাহা-ইল্লালাহু-মোহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)।

মোজ্জাদ্দেদি শান :

[বিঃদ্রঃ দাঁড়াইয়া পাঠ করবেন]

মোজাদ্দেদ আল-ফেসানি মান, মোজাদ্দেদ আল-ফেসানি মান,
দেলো জনম বাশ ও কেতু, বহরদম যা রে মিনালেদ
নামা আতাল আতে জিবা (ঐ)
গোলামে তু শুদাম আজজান, মুরীদেতু শুদাম আজদেল
শুয়াদ বর পায়েতু কুরবা (ঐ)
বমিছকিনাম দরে গা-হাদ, চু-ফরমায়ে নযর বারে
বহা লম হাম নযর ফরমা, কে খাকেপা-এ মিছকিনাম(ঐ)

জোহরের ওয়াক্ত

জোহর নামাজের ফরজ ও সুন্নতের পরে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িবেন। ১ম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা (কূল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন) ও ২য় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস (কুলহুআল্লাহ) পাঠ করিবেন। যাহাদের সূরা (কূল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন জানা নেই বা মনে নেই, ভুলে গেছেন, তারা উভয় রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস (কুলহুআল্লাহ) দ্বারা নামাজ আদায় করবেন। নামাজের পর মোনাজাত করবেন।

নফল শরীফের মোনাজাত বা বকশানোর নিয়ম :

হে মাবুদ মাওলা! নফল শরীফের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে কবুল করো। ইহার সওয়াব নজর আকায়ে নামদার তাজেদারে মদিনা হুজুর পুর নূর (স:) এর রওজা মোবারকে মিছকিনদের তরফ হইতে পৌছায়ে দাও। তাঁর আল আওলাদ, আল আসহাব, আহালে বাইয়াত, পাক পাঞ্জাতন, ইমাম হাসান-হোসাইন-যাহারা দস্ত কারবালায় শহিদ হইয়াছেন শহীদানদের আরওয়াহ্ পাকে মিছকিনদের তরফ হইতে ছওয়াব নজর পৌছাও।

হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের মুর্শিদকেবলা শাহসূফী হযরত মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দী মোজাদ্দেদী কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, জেসমানি আওলাদ বড় ভাইজান সৈয়দ খাজা গোলাম রাব্বানি (রহ:), ছোট ভাইজান সৈয়দ খাজা গোলাম রহমান (রহ:) এবং পীরজাদী সৈয়দা জয়নব (রহ:) বন্দর ও কলাগাছিয়ার জমিনে দারুল বাকায় আরাম ফরমাইতেছেন তাহাদের আরওয়াহ্ পাকে।

হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের দয়াল দরদী দাদাপীর আলেমে হাক্কানী আলেমে রাব্বানী মোফাচ্ছেরে কোরআন আলহাজ শাহ সূফী মাওলানা কুতুবউদ্দিন আহাম্মদ খান মাতুয়াইলি (রহ) এর পাক আত্মায়। হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর শাহসূফী

সৈয়দ সুলতান আহম্মদ চন্দ্রপুরী, সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর শাহসূফী ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (রহ) এর পাক আত্মায়। এনায়েতপূরীর বাগানের ফুল যে যেখানে ইনতেকাল ফরমায়েছেন সব্বার আরওয়াহ পাকে সওয়ার নজর পৌছাও। সওয়াব নজর পৌছাও বাংলা-ভারতে মহাসাধক শাহসূফি আল্লামা খাজাবাবার সাইফুদ্দিন শুম্ভুগঞ্জীর পাক আত্মায়।

সওয়াব নজর পৌছাও সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদিবাগী (রহ), সওয়াব নজর পৌছাও সূফী ফতেহ আলী রাসূলে নোমা (রহ) এর পাক আত্মায় । সওয়াব নজর পৌছাও দুররে মাকনুন মা জহুরা খাতুন ও তাঁর আওলাদ সৈয়দ এহ্সান আহম্মদ (রহ) ও তাঁর নেসবতে যত অলি আল্লাহ্ গাউস-কুতুব, নজিব-নুজাবা-নুকাবা, আখিআল আবদালের আরওয়াহ্ পাকে। তরিকার ইমাম, তরিকার বাদশা শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দি মোজাদ্দেদ আলফে সানির পাক আত্মায় এই মিসকিনদের তরফ থেকে সওয়াব নজর পৌছাও। সওয়াব নজর পৌছাও নকশবন্দি তরিকার ইমাম খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী বোখারির পাক আত্মায়।

সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর গাওসুল আজম মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি বাগদাদীর পাক আত্মায় ।

সওয়াব নজর পৌছাও গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমেরীর পাক আত্মায়। সওয়াব নজর পৌছাও কাদরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া,মোজাদ্দেদীয়া তরিকার যত পীরফকির অলিআল্লাহর আরওয়াহ্ পাকে। সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের তরিকার পীরভাই-পীরবোন, জাকেরভাই-জাকেরবোন যাহারা রাসূলুল্লাহর সত্য তরিকার মুরিদ হইয়া কবর বাড়িতে চলে গেছেন তাহাদের সকলের আরওয়াহ্ পাকে। সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের বিশ্ব গর্ভধারিণী মা, জন্মদাতা বাবা এবং ভাই-বোন, দাদা-দাদী সবার আরওয়াহ্ পাকে। হক্কুল এবাদে যাহাদের কাছে আমরা আটক রহিয়াছি তাহাদের রূহে পৌছাইয়া আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। জান্নাতুল বাকি, জান্নাতুল মোয়াল্লাহর সবার আরওয়াহ্ পাকে সওয়াব নজর পৌছাও।

দীন ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখো। তোমার নাম লইতে লইতে তোমার গুণ গাইতে গাইতে, তোমার জামালে দীদারের হাউসে কাবাব বনতে বনতে, তোমার নূরের এসকের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে আমাদেরকে খাতেমা বিল খায়ের করো। আমিন! আমিন! ছুম্মা আমিন, বাহাক্কে লা-ইলাহা-ইল্লালাহু-মোহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)।

নফল নামাজের উপকারিতা :

রাসূলূল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট যাইতে হইলে রাসুলূল্লাহ্ (সাঃ) এর পিয়ারাগণকে (আল ওলামাউ ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া) অলি-আল্লাহ্গণের ভালোবাসা হাছিল করিতে হইবে। তাই অলী-আল্লাহ্গণের দেওয়া শিক্ষা অনুযায়ী জীবনভর যোহর, মাগরিব, এশা, বাদ ফযর ও সুন্নত নামায পড়িয়া হুজুরী দীলে দুই রাকাত নফল নামায পড়ার অভ্যাস করিতে হইবে। নফল নামাজ পড়িয়া করজোড়ে মিনতি করিয়া আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা ও রহমত কামনা করিতে হইবে।

হোব্বে রাসূলে মহব্বতের ফয়েজ বাতানোর নিয়ম :

সকলে আদব বুদ্ধি মোহব্বতের সাথে বসে যান। খেয়াল আপন মোর্শেদের দিকে মোতওয়াজ্জু হোন। পীর কেবলাজানের দেলের উসিলা ধরিয়া সমস্ত পীরানা পীরদের দেলের উসিলা ধরিয়া দয়াল নবীজির পাক রওজায় হাজির হইয়া দয়াল নবীজির কাছে হোব্বে মোহব্বতের ফয়েজ ভিক্ষা চান আর খেয়াল ক্বলবের মধ্যে ডুবাইয়া ইসমে জাত আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ জিকির করেন।

আছরের ওয়াক্ত :

আছরের নামাজের পরে তসবীহ ফাতেমী অর্থৎ সুবাহানাল্লাহ্ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ্ ৩৩বার, আল্লাহু-আকবার ৩৪বার পড়িবেন।

বিঃদ্রঃ সম্ভব হইলে সুরা এখলাছ (কূলহুআল্লাহ) ১০১বার আমল করিবেন।

তওবা কবুলিয়াতের ফয়েজ :

আছরের সময় তওবার ফয়েজ ওয়ারেদ হয়। সকলে আদব বুদ্ধি মোহাব্বতের সহিত বসে যান। খেয়াল আপন মোর্শেদের দিকে মোতাওয়াজ্জু হোন। পীর কেবলাজানের দেলের উসিলা ধরিয়া সমস্ত পীরানা পীরদের দেলের উসিলা ধরিয়া আরশের দিকে মোতাওয়াজ্জো হইয়া সাইয়্যেদেনা হযরত আদম (আ:)এর উসিলা নিয়া মহান আল্লাহতায়ালার কাছে তওবার ফয়েজ ভিক্ষা চান এবং পুঞ্জীভূত গুনার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাবুদ মাওলার কাছে তওবা করেন: আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিনকুল্লি জামবিওঁ ওয়া আতুবু ইলাহি- এরপর খেয়াল কালবের মধ্যে ডুবাইয়া ইসমেজাত আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ জিকির করেন।

মাগরিবের ওয়াক্ত

মাগরিবের ফরজ ও সুন্নত নামাজের পরে নফল নামাজের নিয়মে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বেন। ১ম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফিরুন কূল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন ও ২য় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস (কুলহু-আল্লাহ) পাঠ করিবেন। যাহারা সূরা (কূল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন) জানেন না বা ভুলে গেছেন, তারা উভয় রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস (কুলহুআল্লাহ) দ্বারা নামাজ আদায় করবেন। নামায শেষে পাক কালাম ফাতেহা শরীফ পাঠ করবেন।

ফাতেহা শীরফ পাঠ করিবার নিয়ম :

১. আওযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহসহ তওবা (ইস্তেগফার) পাঠ করিবেন ৩ বার।

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লা-হা রাব্বী মিন কুল্লি জাম্বিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি।

২. বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতেহা ২ বার। (আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন. .)

৩. বিসমিল্লাহসহ সূরা ইখ্লাস ৩ বার। (কুলহু আল্লাহু আহাদ..)

৪. দরুদ শরীফ ৩ বার।

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিউ উছিলাতি ইলাইকা ওয়া আ-লিহী ওয়া ছাল্লিম। এরপর মোনাজাত করবেন

নফল নামাজ ও পাক কালাম ফাতেহা শরিফ বকশানোর নিয়ম :

হে মাবুদ মাওলা! পাক কালাম ফাতেহা শরীফের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে কবুল করো। ইহার সওয়াব নজর আকায়ে নামদার তাজেদারে মদিনা হুজুর পুর নূর (সঃ) এর রওজা মোবারকে মিছকিনদের তরফ হইতে পৌছায়ে দাও। তাঁর আল আওলাদ, আল আসহাব, আহালে বাইয়াত, পাক পাঞ্জাতন, ইমাম হাসান-হোসাইন, যাহারা দস্ত কারবালায় শহীদ হইয়াছেন, শহীদানদের আরওয়াহ্ পাকে মিছকিনদের তরফ হইতে ছওয়াব নজর পৌছাও।

হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের মুর্শিদকেবলা শাহসূফী হযরত মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দী মোজাদ্দেদী কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, জেসমানি আওলাদ বড় ভাইজান সৈয়দ খাজা গোলাম রাব্বানি (রহঃ), ছোট ভাইজান সৈয়দ খাজা গোলাম রহমান (রহঃ) এবং পীরজাদী সৈয়দা জয়নব (রহঃ) বন্দর ও কলাগাছিয়ার জমিনে দারুল বাকায় আরাম ফরমাইতেছেন, তাহাদের আরওয়াহ্ পাকে।

হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের দয়াল দরদী দাদাপীর আলেমে হাক্কানী আলেমে রাব্বানী মোফাচ্ছেরে কোরআন আলহাজ

শাহ সূফী মাওলানা কুতুবউদ্দিন আহাম্মদ খান মাতুয়াইলি (রহ) এর পাক আত্মায়। হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর শাহসূফী সৈয়দ সুলতান আহম্মদ চন্দ্রপুরী, সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর শাহসূফী ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (রহ) এর পাক আত্মায়। এনায়েতপূরীর বাগানের ফুল যে যেখানে ইন্তেকাল ফরমায়েছেন সব্বার আরওয়াহ পাকে সওয়ার নজর পৌছাও। সওয়াব নজর পৌছাও বাংলা ভারতের মহাসাধক শাহ সূফি আল্লামা খাজাবাবা সাইফুদ্দিন শুম্ভুগঞ্জীর পাক আত্মায়।

সওয়াব নজর পৌছাও সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদিবাগী (রহ) সওয়াব নজর পৌছাও সূফী ফতেহআলী রাসূলে নোমা (রহ) এর পাক আত্মায়। সওয়াব নজর পৌছাও দূররে মাকনুন মা জহুরা খাতুন ও তাঁর আওলাদ সৈয়দ এহসান আহম্মদ (রহ) ও তার নেসবতে যত অলিআল্লাহ্ গাউস-কুতুব, নজিব-নুজাবা-নুকাবা, আখিআল আবদালের আরওয়াহ্ পাকে। তরিকার ইমাম, তরিকার বাদশা শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দি মোজাদ্দেদ আলফে সানির পাক আত্মায় এই মিসকিনদের তরফ থেকে সওয়াব নজর পৌছাও। সওয়াব নজর পৌছাও নকশবন্দিয়া তরিকার ইমাম খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী বোখারির পাক আত্মায় । সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর গাওসুল আজম মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি বাগদাদীর পাক আত্মায় । সওয়াব নজর পৌছাও গরীবে নেওয়াজ খাজা মইনুদ্দিন চিশতি আজমেরীর পাক আত্মায় ।

সওয়াব নজর পৌছাও কাদরিয়া, চিশতিয়া,নকশবন্দীয়া,মোজাদ্দেদীয়া তরিকার যত পীর ফকির অলি আল্লাহর আরওয়াহ্ পাকে। সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের তরিকার পীরভাই-পীরবোন, জাকেরভাই-জাকেরবোন যাহারা রাসূলুল্লাহর সত্য তরিকার মুরিদ হইয়া কবর বাড়িতে চলে গেছেন তাহাদের সকলের আরওয়াহ্ পাকে। সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের বিশ্ব গর্ভধারিনী মা, জন্মদাতা বাবা এবং ভাই-বোন, দাদা-দাদী সবার আরওয়াহ্ পাকে। হাক্কুল এবাদে যাহাদের কাছে আমরা হকে আটক রহিয়াছি তাহাদের রূহে পৌছাইয়া

আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। জান্নাতুল বাকি, জান্নাতুল মোয়াল্লাহ্ সবার আরওয়াহ্ পাকে সওয়াব নজর পৌছাও। দীন ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখো। তোমার নাম লইতে লইতে তোমার গুণ গাইতে গাইতে, তোমার জামালের দীদারের হাউসে কাবাব বনতে বনতে, তোমার নূরের এসকের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে আমাদেরকে খাতেমা বিল খায়ের করো। আমিন! আমিন! ছুম্মা আমিন বাহাক্কে লা-ইলাহা-ইল্লালাহু-মোহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)।

নফল পাক কালাম ফাতিহা শরীফের উপকারিতা :

পাক কালাম ফাতেহা শরীফের মধ্যে অনেক ফজিলত নিহিত রহিয়াছে। ইহা নিয়মিত পাঠে গুনাহসূমহ মাফ হয় এবং কঠিন কোনো বালা মছিবতে পতিত হইবে না। ইহা পাঠ করিয়া কবরবাসীর জন্য দোয়া করিলে দুই প্রকার উপকার হয়। প্রথমত যারা আযাবের কবরে আছে, তারা শান্তি পায়। দ্বিতীয়ত যাঁহারা শান্তির কবরে আছে তাঁদের উপরে পৌছালে তাহারা আমাদের জন্য দোয়া করে। যা মহান আল্লাহতায়ালা কবুল করেন । ইহা পাঠে আল্লাহ ও দয়াল নবী রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি সাল্লাম এর সন্তুষ্টি হাসিল হয় এবং দুই খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সওয়াব আমল নামায় লেখা হয়।

মাগরিবে পাঁচ প্রকার ফয়েজ ওয়ারেদ হইতে থাকে। তারপর উছিলা ধরিয়া ফয়েজ খেয়াল করিবেন

১মঃ তওবা কবুলিয়াতের ফয়েজ

২য়ঃ দোসরা দায়েরা কুয়াতে ইলাহিয়ার ফয়েজ

৩য়ঃ হযরত রাসূলে পাক (স.) এর খাস হুব্বে এক্কো মোহব্বতের ফয়েজ

৪র্থঃ আল্লাহ পাকের খাস হুব্বে এক্কো মোহব্বতের ফয়েজ

৫মঃ আনওয়ারে জিকিরে এলাহিয়ার ফয়েজ

হাকিকতে তওবা কবুলিয়াতের ফয়েজ :

সকলে আদব বুদ্ধি মোহাব্বতের সাথে বসে যান। খেয়াল আপন মোর্শেদের দিকে মোতওয়াজ্জু হোন। পীর কেবলাজানের দেলের উসিলা ধরিয়া সমস্ত পীরানা পীরদের দেলের উসিলা ধরিয়া খেয়ালে খেয়ালে চলে যান আরাফাতের ময়দানে, যেখানে আদি পিতা হযরত আদম (আ:) এর মাতা হযরতে হাওয়া (আ:) মিলন হয়েছিল। সেই হযরত আদম (আ:) এর উসিলা ধরিয়া খেয়ালে খেয়ালে চলে যান সোনার মদিনাতুল মুনাওয়ারা সেখানে গিয়ে দয়াল নবীজির কদম মোবারক দীলের হাত দিয়া জড়ায়ে ধরিয়া জুতা মোবারক ভিক্ষা নিয়া মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হইয়া তওবা কবুলিয়াতের ফয়েজ ভিক্ষা চান আর খেয়াল কালবে ডুবাইয়া আল্লাহ আল্লাহ নামের জিকির করেন।

বি: দ্র: জিকির দুই প্রকার: জিকিরে জলি, জিকিরে খফি। জিকিরে জলি হলো: উচ্চস্বরে শব্দ করিয়া জিকির করা। জিকিরে খফি হলো: শব্দ ছাড়া দীলে-দীলে জিকির করা।

এশার ওয়াক্ত :

এশার ফরজ ও সুন্নত নামাজের পরে নফল নামাজের নিয়মে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িবেন, ১ম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা (কূল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন) ও ২য় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস (কুলহুআল্লাহ) পাঠ করিবেন। যাহাদের সূরা কাফেরুন (কূল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন জানা নেই বা ভুলে গেছেন,তারা উভয় রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস (কুলহুআল্লাহ) দ্বারা নামাজ আদায় করিয়া এরপর বেতের নামাজ আদায় করিবার পরে বসিয়ে একসাথে মোনাজাত করিবেন।

মোনাজাতের নিয়ম :

হে মাবুদ মাওলা! নফল শরীফের ভূলত্রুটি ক্ষমা করে কবুল করো। ইহার সওয়াব নজর আকায়ে নামদার তাজেদারে মদিনা হুজুর পুর নূর (সঃ) এর রওজা মোবারকে মিছকিনদের তরফ হইতে পৌছায়ে দাও। তাঁর আল আওলাদ, আল আসহাব, আহালে বাইয়াত, পাক পাঞ্জাতন, ইমাম হাসান-হোসাইন, যাহারা দস্ত কারবালায় শহীদ হইয়াছেন, শহীদানদের আরওয়াহ্ পাকে মিছকিনদের তরফ হইতে ছওয়াব নজর পৌছাও।

হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের মুর্শিদকেবলা শাহসূফী হযরত মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দী মোজাদ্দেদী কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, জেসমানি আওলাদ বড় ভাইজান সৈয়দ খাজা গোলাম রাব্বানি (রহঃ), ছোট ভাইজান সৈয়দ খাজা গোলাম রহমান (রহঃ) এবং পীরজাদী সৈয়দা জয়নব (রহঃ) বন্দর ও কলাগাছিয়ার জমিনে দারুল বাকায় আরাম ফরমাইতেছেন, তাহাদের আরওয়াহ্ পাকে।

হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের দয়াল দরদী দাদাপীর আলেমে হাক্কানী আলেমে রাব্বানী মোফাচ্ছেরে কোরআন আলহাজ শাহ সূফী মাওলানা কুতুবউদ্দিন আহাম্মদ খান মাতুয়াইলি (রহ) এর পাক আত্মায়। হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর শাহসূফী সৈয়দ সুলতান আহম্মদ চন্দ্রপুরী, সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর শাহসূফী ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (রহ), এর পাক আত্মায়। এনায়েতপূরীর বাগানের ফুল যে যেখানে ইন্তেকাল ফরমায়েছেন সব্বার আররাহ পাকে সওয়াব নজর পৌছাও। সওয়াব নজর পৌছাও বাংলা ভারতের মহাসাধক শাহ সূফি আল্লামা খাজাবাবা সাইফুদ্দিন শুম্ভুগঞ্জীর পাক আত্মায়।

সওয়াব নজর পৌছাও সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদিবাগী (রহ), সওয়াব নজর পৌছাও সূফী ফতেহআলী রাসূলে নোমা (রহ) এর পাক আত্মায় । সওয়াব নজর পৌছাও দুররে মাকনুন মা জহুরা খাতুন ও তাঁর আওলাদ সৈয়দ এহসান আহম্মদ (রহ) ও তাঁর নেসবতে যত অলি আল্লাহ্ গাউস-কুতুব, নজিব-নুজাবা-নুকাবা, আখিআল আবদালের আরওয়াহ্ পাকে। তরিকার ইমাম, তরিকার বাদশা শাইখ আহম্মদ শেরহিন্দি মোজাদ্দেদ আলফে সানির পাক আত্মায় এই মিসকিনদের তরফ থেকে সওয়াব নজর পৌছাও। সওয়াব নজর পৌছাও নকশবন্দিয়া তরিকার ইমাম খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী বোখারির পাক আত্মায় । সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর গাওসুল আজম মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি বাগদাদীর পাক আত্মায় ।

সওয়াব নজর পৌছাও গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমেরীর পাক আত্মায়।সওয়াব নজর পৌছাও কাদরিয়া, চিশতিয়া,নকশবন্দীয়া,মোজাদ্দেদীয়া তরিকার যত পীরফকির, অলিআল্লাহর আরওয়াহ্ পাকে। সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের তরিকার পীরভাই-পীরবোন, জাকেরভাই-জাকেরবোন যাহারা রাসূলুল্লাহর সত্য তরিকার মুরিদ হইয়া কবর বাড়িতে চলে গেছেন তাহাদের সকলের আরওয়াহ্ পাকে। সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের বিশ্ব গর্ভধারিনী মা, জন্মদাতা বাবা এবং ভাই-বোন, দাদা-দাদী সবার আরওয়াহ্ পাকে। হাক্কুল এবাদে যাহাদের কাছে আমরা আটক রহিয়াছি তাহাদের রূহে পৌছাইয়া আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। জান্নাতুল বাকি, জান্নাতুল মোয়াল্লাহ্ সবার আরওয়াহ্ পাকে সওয়াব নজর পৌছাও। দীন ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখো। তোমার নাম লইতে লইতে তোমার গুণ গাইতে গাইতে, তোমার জামালের দীদারের হাউসে কাবাব বনতে বনতে, তোমার নূরের এসকের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে আমাদেরকে খাতেমা বিল খায়ের করো। আমিন! আমিন! ছুম্মা আমিন বাহাক্কে লা-ইলাহা-ইল্লালাহু-মোহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্ (স:)।

এরপর গাইরিয়াতের ফয়েজ বাতানো মোরাকাবায় বসবেন।

গাইরিয়াতের ফয়েজ বাতানোর নিয়ম :

সকলে আদব বুদ্ধি মোহব্বতের সাথে বসে যান। খেয়াল আপন মোর্শেদের দিকে মোতাওয়াজ্জু হোন। পীর কেবলাজানের দেলের উসিলা ধরিয়া সমস্ত পীরানা পীরদের দেলের উসিলা নিয়া দয়াল নবীজির পাক রওজায় হাজির হোন- হাজিরা হইয়া দয়াল নবীর মোহাব্বতে গাইরিয়াতের ফয়েজ ভিক্ষা নিয়া একশত বার দরুদশরীফ পড়িয়া নবী পাককে নজরানা দিবেন।

উচ্চারণঃ আল্লাহুমা ছাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিউ উছিলাতি ইলাইকা ওয়া আ-লিহী ওয়া ছাল্লিম।

দুরূদ শরীফ বকশাবেন এই নিয়মে :

হে আল্লাহ! একশতবার দুরূদ শরীফ_পাঠ করিয়াছি, এই একশতবার দরূদ শরীফের ভুলত্রুটি মাফ করে কবুল করো, ইহার সওয়াব নজর আকায়ে নামদার তাজেদারে মদিনা হুজুর পুর নূর (সঃ) এর রওজা পাক মোবারকে মিছকিনদের তরফ হইতে পৌছায়ে দাও। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ইয়া হাবীব-আল্লাহ্ দরূদ শরীফের নজরানা আপনি দয়া করে কবুল করেন। আপনার খাস এস্ক মহব্বত ও জিয়ারত আমাদের নসিব করেন। হে আল্লাহ আমাদের পীরভাই-বোনদের, জাকের-ভাইবোনদের, জান-মাল, বিবি-বাচ্চা, ইজ্জত-হুরমত, চাকরি-নকরী, ব্যবসা বাণিজ্য, ক্ষেতী-খামার যা কিছু আছে কুতুববাগ দরবার শরীফ সদর দপ্তর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর কুতুববাগ দরবার শরীফ ও সকল খানকা শরীফ এবং রাসূলুল্লাহ্র সত্য তরিকার দাওয়াতে যে যেখানে আছেন, সবাই আমরা আপনার খাস গাইরিয়াতের কেল্লায় আছি এবং দয়া করে আজ এশা থেকে আগামীকাল এশা পর্যন্ত কিল্লাবন্দী করে রাখুন। আমিন! আমিন! ছুম্মা আমিন, বাহাক্কে লা-ইলাহা-ইল্লালাহু-মোহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)।

তাহাজ্জুত নামাজ ও রহমতের ডাক :

যাহাদের তাহাজ্জুত নামাজ আদায় করার সময় থাকে তাহারা তাহাজ্জুত নামাজ আদায় করার পরে রাত্রির তৃতীয় ভাগে কেবলামুখী হয়ে বসবেন, রহমতের সময় ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম- মহান আল্লাহতায়ালার এই তিন নাম ধরে ডাকবেন ও দয়াল নবীকে ইয়া রাহমাতাল্লিল আল আমিন বলে ডাকবেন।

রহমতের শান

(১)

নিশী তো প্রভাত হলো ধরো হে রহমতের দ্বার
ধরো ধরো ধরো রহমত ধরো দ্বার
রহমানু রাহীম বলে, কেঁন্দে ডাকো বারে বার। ইয়া আল্লাহু...
তোমারি রহমাতের দ্বারে মিসকিন মোরা সেজেছি
দয়া করে দাও গো রহমত, দিলের ঝোলা পেতেছি
ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহীম।

(২)

গুনাহর চাপে ব্যকুল হইয়া মাওলা ডাকতেছি
মাফ করো, মাফ করো মাওলা এলাহী। ইয়া আল্লাহু...
আমি ডাকি তুমি মাওলা শুন না
না জানি কইরাছি আমি কী গুনাহ। ইয়া আল্লাহু...
না জানিয়া গুনাহ আমি করেছি
মাফ করো, মাফ করো মাওলা এলাহী। ইয়া আল্লাহু...
তোমার আম্বিয়ার উসিলা ধইরা মাওলা কানতেছি
তোমার আউলিয়াদের কদম ধইরা মাওলা কানতেছি
মাফ করো মাফ করো মাওলা এলাহী
ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম ।।

(৩)

গুনাহগার বলে মাওলা দূরে ফেলে দিও না
মহা পাপী বলে মাওলা দূরে ঠেলে দিও না
তোমার রহমতের দ্বার হইতে
না উম্মেদও কইরো না
ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম।।

(৪)

আল্লাহু নাম যে-জন ডাকে জাইগা নিশির শেষে
রহমতেরই ঝর্ণা এসে গুনাহ যায় তার ভেসে। ইয়া আল্লাহু...
যদি ঝরে চোখের পানি, ভেসে যাবে গুনার খনি
দেল হয়ে যায় রওশানি গো ক্বালব হয়ে যায় নূরানী
ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম।।

(৫)

মওলা তোমার দ্বারে ভিখারী, অন্য দ্বারের আশা না করি
আমি জীবনে মরণে যেন তোমায় না ভুলি
অন্য দ্বারের আশা না করি
ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম।।

(৬)

হে দয়ালও পীরও মোদের তুমি স্বর্গ রাজ্যের ধনও গো
স্বর্গ রাজ্যের ধনও গো বাবা অমূল্য রতনও গো
যার দেলেতে খোদার রহমত, আরশ হতে ঝরে গো
ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম।।

(৭)

অপরাধ করো ক্ষমা, মিটাও মোদের মনো জ্বালা
গুনাহখাতা মাফি করো, রহম করো খোদা তায়ালা
ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম ।।

(৮)

বিশ্ববাসীর পাপের ব্যাথায় কান্দো তুমি নিরালা
নবী অলি সব গিয়াছেন রইলে তুমি একেলা
ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম ।।

(৯)

পীর যে অমূল্য ধন
শুনো ওহে জাকেরগণ
কামেল পীরের দেলে মিশো ক্বালব হবে রওশনী
ক্বালব হবে রওশনী গো, দেল হবে তোর নূরানী
ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম।।

(১০)

যাহারও মনেতে আশা করিতে স্বর্গের সুধা পান
এসো লহো রহমতেরই বারি বুরিষণের বান
গুনাহর পাহাড় ঝড়ে পাপ হবে যে অবসান
সুখের বিছানা ছাড় ওহে পুন্য মুসলমান
ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহিম।।

বিশেষ আমল

হুশ-দরদম:

প্রত্যেক নিশ্বাসে নাভির নিচ থেকে শ্বাস টানবেন 'আল্লাহ্', ক্বালবের দিকে ছাড়তে 'হু'। হরহামেশা এই জিকির করতে থাকবেন। ২৪ ঘন্টায় ২১ হাজার ৬শতবার দম আসা যাওয়া করে, প্রতিটি নিশ্বাসে আল্লাহর জিকির করবেন।

মোরাকাবা:

প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর কিছু সময় ধ্যান মোরাকাবা অর্থাৎ মহান আল্লাহতা'লাকে স্মরণ বা একা চিন্তা করবেন।

হাদীস শরীফে রাসূল (সা:) বলেন: উচ্চারণ: তা-ফাক্কারু ছা-আতিন খায়রুন মিন ইবাদাতি ছিত্তিন ওয়া-ছানা।

অর্থ ঃ রাসূল (স) বলেন: এক ঘন্টা আল্লাহকে চিন্তা বা ধ্যানকরা ৬০ বছরের নফল ইবাদতের সমান।

জাকের-জাকেরীনদের মিলাদ-কিয়াম শরীফের শিক্ষা বা পাঠের বিধি বিধান

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدِ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰی فِیْ كَلَامِهِ الْمَجِيْدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيْدِ. اَلَّذِیْ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّ دَاعِيًا اِلَی اللهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا. اِنَّ اللهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহীল কারীম, আম্মাবাদ। ফাক্বাদ ক্বা-লাল্লাহু তায়ালা ফী কালামিহীল মাজিদ ওয়া ফুরক্বানীহিল হামিদ আল্লাযি আর সাল্লাহু বিল হাক্কি বাসিরাওঁ ওয়া নাজিরা ওয়াদা ইয়ান ইলাল্লাহি বিইজনিহী, ওয়া ছিরাজাম মুনিরা, মাকানা মোহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালা কির রাসুলাল্লাহি, ওয়া খাতামান নাবিয়্যিনা ওয়া কানাল্লাহু বি-কুল্লি শাইয়্যিন আলিমা, ইন্নাল লা হা ওয়া মালা ইকাতাহু ইউ সাল্লুনা আলান নাবিয়্যি ইয়া আইয়্যু হাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাছলিমা।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ছাইয়্যিদীনা মাওলানা মোহাম্মদ ওয়া আলা আলে ছাইয়্যেদীনা মাওলানা মোহাম্মদ।

ক্বাছিদা

১। তোমারই সেই নূর দিয়া, আসমান জমিন আউলিয়া
সারা জাহান পয়দা কিয়া, পাক নামে মোহাম্মদ।।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ছাইয়্যিদীনা মাওলানা মোহাম্মদ, ওয়া আলা
আলে ছাইয়্যেদীনা মাওলানা মোহাম্মদ

২। তুমিযে ইসলামের রবি, হাবিবুল্লাহ শেষে নবী, নতশিরে তোমায় সেবি।
পাক নামে মোহাম্মদ

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ছাইয়্যিদীনা মাওলানা মোহাম্মদ, ওয়া আলা
আলে ছাইয়্যেদীনা মাওলানা মোহাম্মদ

৩। জ্বিন ইনসানো পয়দা, ১৮ হাজার মাখলুকাত পয়দা, উপায় নাই
রে তোমা বিনে, পাক নামে মোহাম্মদ

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ছাইয়্যিদীনা মাওলানা মোহাম্মদ, ওয়া আলা
আলে ছাইয়্যিদীনা মাওলানা মোহাম্মদ।

৪। আমরা সবাই গোনাগার গো, নবী আপনাকে চিনলাম না
সেই কারণে রোজ হাশরে আমাদেরকে ভুইলেন না।।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ছাইয়্যিদীনা মাওলানা মোহাম্মদ, ওয়া আলা
আলে ছাইয়্যিদীনা মাওলানা মোহাম্মদ ।

৫। সৃষ্টি জগৎ সবাই বলে আজ আমাদের খুশির দিন
এই ধরাতে তাশরীফ আনলেন রাহমাতাল্লিল আলামিন।।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ছাইয়্যিদীনা মাওলানা মোহাম্মদ,
ওয়া আলা আলে ছাইয়্যিদীনা মাওলানা মোহাম্মদ ।

৬। নবী আপনাকে পাইবার আশে মুরিদ হইলাম পীরের কাছে
দয়া করে দেন গো দেখা আশেক জাকের কানতেছে ।।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ছাইয়্যিদীনা মাওলানা মোহাম্মদ,
ওয়া আলা আলে ছাইয়্যিদীনা মাওলানা মোহাম্মদ ।

৭। আপনার নূরে পয়দা হলো তামাম জাহান
কে আছে আর আপনার মতো এ বিশ্ব মাঝার।।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ছাইয়্যিদীনা মাওলানা মোহাম্মদ ওয়া আলা আলে ছাইয়্যেদীনা মাওলানা মোহাম্মদ ।

তাওয়াল্লুত

কেবলাই দিলো জান, কাবাই দিলো ঈমান।
আসুন সকলে দাঁড়াইয়া নবীজিকে জানাই সালাম।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা, সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

কিয়ামের আরবি শের/ ক্বাছিদা

১। ত্বলা আল বাদরু আলাইনা, মিন ছানি ইয়াতিল বিদায়ী
ওয়াজা বাশ শুকুরু আলাইনা, মাদা আ'লিল্লাহী দায়ী ।।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা, সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

২। আশরাকাল বাদরু আলাইনা, ওয়াখ-তাফাত মিনহুল বুদুরু
মিছলাহুছ নিকা-মা রাআইনা, ক্বাতত্বু ইয়া ওয়াজ হাছ ছুরুরী।।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা,
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

৩। আনতা শামছুন আনতা বাদরুন আনতা নুরুন ফাওকা নূরী
আনতা এক ছিরু ওয়া গলী, আনতা মিছবাহুছ ছুদুরী।।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবীব
সালামু আলাইকা সলা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

কিয়ামের বাংলা ক্বাছিদা

১। লাখো লাখো বাণীতে তোমার, হয়েছে শানেতে প্রচার
তুমি যে রহমতের ভাণ্ডার, তার তরে শুকুর লাখোবার।।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবীব
সালামু আলাইকা সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

২। আপনারই নূরের আলোতে, জাগরণ এলো ভূলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল, ফুটিল কুসুম পুলকে।।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা,
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

৩। নবী না হয়ে দুনিয়ায়, না হয়ে ফেরেস্তা খোদার
হয়েছি উম্মত আপনার, তার তরে শুকুর লাখোবার ।।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবীব
সালামু আলাইকা সলা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

৪। নবীজির পিতা আবদুল্লাহ্, নবীজির মাতা আমেনা
নবীজির দুধ মা হালিমা, নবীজির আগমন মক্কায়
নবীজির রওজা সোনার মদিনা।।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবীব
সালামু আলাইকা সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

৫। তুমি যে নূরের রবি, নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমিনা আসিলে ধরাতে, আঁধারে থাকিত সবই।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা,
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

৬। হে নবী আপনাকে সালাম, বংশধর আসহাবে তামাম
মোহাম্মদ তব মধুর নাম, শাফায়েত মোদের মনস্কাম।।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা,
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

৭। হে নবী সালাম লাখো লাখো বার, মোরা যে উম্মত গোনাগার
কে আছেন মোদের ত্বরাইবার, হাশরে ভরসা আপনার।।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা,
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

৮। সাধ্য নাই যেতে মদিনা
দিন ও রাত এইতো ভাবনা
দেখা দেন নবী স্বপনে, এই আরজ আপনার চরণে।।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা,
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা, সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

৯। জিব্রাইল ডাকেন বারেবার
খুলে দাও আরশের দুয়ার
এসেছেন নবী দোজাহান
করিতে মাওলা-রো দিদার।।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা,
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

১০। উসিলা আপনাকে নিয়া
কাঁদিলেন আদম ও হাওয়া
হইলো মাবুদের দয়া
কবুলও করিলেন দোয়া।।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা,
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

১১। হে নবী আপনি যে নূরে খোদা
আপনার নূরেতে তামাম জাহান পয়দা
আপনি যে কাবারও কাবা
আশেকের গলারও মালা ।।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা,
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

১২। আরবের মরুর প্রান্তরে, পাঠালেন প্রভু আপনাকে
আমেনা মায়েরো কোলে, আব্দুল্লাহর নূরের কুটিরে

ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা,
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা সালা ওয়া তুল্লা আলাইকা।

বালাগাল উলা বি-কামালিহী, কাশাফাদ দ্দোজা-বি জামালিহী
হাছানাত জামিউ খিছালিহী
ছাল্লু আলাই হি, ওয়া আলি-হী

সকলেই আপন আপন খেয়াল ক্বালবে ডুবাইয়া আপন পীরের দেলের উসিলা ধরিয়া আল্লাহর দিকে মোতাওয়াজ্জা হোন। মহান আল্লাহর খাস কু-ওয়াত লজ্জত মোহাব্বত ভরিয়া আনোয়ারে জিকিরে এলাহিয়াতের ফয়েজ আসিয়া মুরদা দেল জিন্দা হইয়া লতিফা ক্বালবে এছমে জাত আল্লাহ আল্লাহ জিকির জারি হইতেছে । এইভাবে কিছুক্ষণ জ্বলি

জিকির করবেন। আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ ! জিকির দু'ধরণের জিকিরে জ্বলি, জিকিরে খফি।

এই তরিকতের মূল শিক্ষা হলো জিকিরে খফি। জিকিরে খফি হলো শব্দ ছাড়া মনে মনে বা দীলে দীলে জিকির করা। তরিকতের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য জিকিরে জ্বলির সাথে গজল করতে হবে। যার দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার্থীগণ ফয়েজ বা আত্মার উন্নতি লাভ করে। মহান আল্লাহর পথে অগ্রসর হয়। যা দোষের কিছু নয়, যারা উচ্চস্বরে জিকির নিয়া ব্যাঙ্গ করে, তারা জাহেল বা মূর্খ। যেমন প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের উচ্চস্বরে পড়ানো হয়- এক এক্কে এক, দুই এক্কে দুই , তিন এক্কে তিন, চার এক্কে চার-এছাড়াও অন্যান্য পড়া উচ্চস্বরে পড়ানো হয়। যেমন হেফ্জখানায় ছাত্রদের উচ্চস্বরে পড়ানো হয়- আরবি হ-র-ফ ২৯টি. . . . মাখরাজ ১৭টি কিন্তু মহাবিদ্যালয় বা ইউনিভার্সিটিতে উচ্চস্বরে পড়ানো হয় না। যারা উচ্চ মাকাম, সূলক বা দায়রা লাভ করেছে, সেইসব সালেক বা জাকেরদের জন্য উচ্চস্বরে জিকির করার প্রয়োজন নেই। তারপরেও যদি কোন অলি-আউলিয়াদের মজলিসে বা তালিমী জলসায় হাজির হন, সেখানে জাকের-জাকেরীনদের সঙ্গে উচ্চস্বরে জিকির করেন, তাতে দোষের কিছু নাই।

জিকিরের শান

(সবাই একসাথে জিকির করবেন, একজন শান গাইবেন)

১। কোন সাধনে পাইবো তোমায়, হায় গো নবীজি
কোন সাধনে পাইবো তোমায়।।
নবী মাতৃগর্ভে আসিয়া, পিতাহারা হইয়া
এতিমরুপে আসিলেন এই ধরায়
কোন সাধনে পাইবো তোমায়,
হায় গো নবীজি
কোন সাধনে পাইবো তোমায়।।

নবী রাখালিয়া বেশে, মা খাদিজার দেশে
বকরী চড়াইতেন জঙ্গলায়
কোন সাধনে পাইবো তোমায়, হায় গো নবীজি
কোন সাধনে পাইবো তোমায়।।

বনের যত পশুগণ, ভক্তি করে দুই চরণ
পাখিগণে বাতাস করে গায়
কোন সাধনে পাইবো তোমায়,
হায় গো নবীজি
কোন সাধনে পাইবো তোমায়।।

এই সমস্ত মোজেজা, দেখে মা খাদিজা
জীবন যৌবন সব করিলেন দান
কোন সাধনে পাইবো তোমায়,
হায় গো নবীজি
কোন সাধনে পাইবো তোমায়।।

জাকেরানদের বাসনা, নবী কদম ছাড়া কইরো না
মরণকালে পাই যেনো তোমায়
কোন সাধনে পাইবো তোমায়, হায় গো নবীজি
কোন সাধনে পাইবো তোমায়।।

নূর নবীজির কদমে, সালাম জানাই অধমে
মিটাইয়া দাও মনের বাসনা
কোন সাধনে পাইবো তোমায়, হায় গো নবীজি
কোন সাধনে পাইবো তোমায়।।

২। তোমরা এসে দেখো না, যাহার হয় না তুলনা
ঢাকা জেলা ফার্মগেটে কুতুববাগে
আল্লাহর অলি একজনা ।।

সে যে শরীয়তের শরা জারি
তরীকতের মহাজ্ঞানী
হাকিকতের হক ভাণ্ডারী, বাবা
মারেফতের মাওলানা (ঐ)

জিকির করে রাত্র-দিনে
আহার খায় না মুরীদ বিনে
প্রেমবাগানে আয় কে যাবি তোরা
ফার্মগেট তার ঠিকানা (ঐ)

পাঞ্জেগানা নামায পড়ে
ত্রিশপাড়া কোরআন বুকে ধরে
তসবিতে আল্লাহ আল্লাহ জপে
মুরীদ নামে দেওয়ানা (ঐ)

মালিক প্রেমের ফেরী ঘাটে
টিকিট বিলায় বাবা নিজ হাতে
প্রেমবাগানে আয় কে যাবি তোরা
কুতুববাগ তার ঠিকানা (ঐ)

৩। কুতুববাগী এসেছেন বলে,
বাবাজান এসেছেন বলে, ধন্য হইল গো জীবন
আমার সুন্দর হইল গো জীবন।।

নাই যাহার তুলনা, বলাও তো যাবে না
সে যে আমার পরমও রতন হায় গো
বাবা আমার মানিকও রতন (ঐ)
কর্নেতে বাঁশির সুর, সুধাইছো যে বহু দূর
হইয়াছি আজ পাগলের মত হায় গো
হইয়াছি আজ পাগলের মত (ঐ)

চাতকের ন্যায় চেয়ে থাকি
উদাস পানে মেলে আঁখি
কবে পীরের হবে আগমন হায় গো
কবে পীরের হবে আগমন (ঐ)

যেতে নাহি দিব তারে, রাখিব হৃদয়ে ভরে
মনে-ত্বনে করিব যতন হায় গো
মনে-ত্বনে করিব যতন (ঐ)

৪। মুর্শিদ বিনে খোদা মিলে না রে মন দেওয়ানা
মুর্শিদ বিনে খোদা মিলে না।।
আল্লাহ পাক কোরআনে বলে
মুর্শিদ ধইরা ডাকো মোরে, তবে তুমি পাইবা আমার ঠিকানা
রে মন দেওয়ানা (ঐ)

মুর্শিদের স্মরণ রাখিলে
কুচিন্তা যাবে দূরে
রবে না তোর মনের কু-কল্পনা
রে মন দেওয়ানা (ঐ)

মুর্শিদের খেদমত করিলে
আল্লাহ রাসুল তাতে মিলে
এই কথাটি মসনবীর বর্ণনা
রে মন দেওয়ানা (ঐ)

অধম কাঙ্গাল কেঁদে বলে
রাইখো মুর্শিদ চরণ তলে
তবে মিটবে মনের বাসনা
রে মন দেওয়ানা (ঐ)

৫। বিশ্বের মহান খাজাবাবা কুতুববাগী
তুমি জামানার হাদী, তুমি জামানার হাদী।।

নকশবন্দি মোজাদ্দেদি হে পীর আখেরী
দাওয়াত দিতে এলে তুমি নয়া জামানায়
হাতে হাতে পাঠাইয়া দাও পরোয়ানা
ইসলামেরই তোহফা দিলা বাড়ি বাড়ি (ঐ)

জামানার আউলিয়া তুমি সাহেবও সর্দার
তোমাকে দিয়াছেন আল্লাহ রহমতের ভাণ্ডার
সেই রহমতের ঢেউ খেলে আজ বিশ্ব জুড়ি(ঐ)

কুতুববাগীর পাশে থাইকা করলে সোহবত
হাজার সালের বন্দেগী হয় করলে মোহাব্বত
আল্লাহ আল্লাহ জিকিরেতে ক্বালব হয় জারি (ঐ)

আসিলে তোমার দরবারে-আল্লাহতায়ালা মকসুদ করে পূরণ
একিন জানিয়া বিশ্বাস করিবেন যিনি
সাধন বিনে হয় না তবু সাধকের তরী (ঐ)

৬। পাষাণ মন রে সদাই থাকো পীরের ধেয়ানে
ধেয়ানে জ্ঞান বাড়ে বসলে পীরের সামনে।।

আল্লাহ নবীর প্রেমের খেলা খেলিয়াছেন যেই জনে
দুধে চিনিতে মিশে পানি মিশে লবণে
এই রকমের মিশামিশি করো পীরের সনে
আগুনে আঙ্গার চিনে লোহা চিনে কামারে
স্বর্নকারে স্বর্ন চিনে, যাচাই করে যে জনে
পীরে মুরিদ চিনে, মুরিদ করে যে জনে (ঐ)

৭। চার রঙের মসল্লা দিয়া যে কইরাছে তোর গঠন
দিবানিশি ভাবো তারে ডাকি তারে সর্বক্ষণ।।

আগুন পানি মাটি বাতাস, একযোগে যে করল প্রকাশ
দেখলি না তুই কইরা তালাশ কোন জায়গায় সে মহাজন (ঐ)

হস্ত দিল ধরিবারে, জিহ্বা দিল ডাকতে তারে
চক্ষু দিল দেখিবারে, অন্ধ রইলি কী কারণ (ঐ)
শ্বাসের সনে ডুবও দিবি, লাহুতের মোকামে যাবি
তখন দেখতে পাবি কোন জায়গায় তাঁর সিংহাসন (ঐ)

সাধক বলে মন চাহিলে চলে যাও গা কুতুববাগে
দিলের পর্দা খুলে দিলে হবে মাওলার দরশন (ঐ)

৮। আল্লাহু আল্লাহুরে মন আল্লাহ করো জপনা
আল্লাহ নামটি না লইলে দেল তো জিন্দা হইবে না
দেহের পাখি আর ডাকবে না।।

আসমান জমিন গ্রহতারা, আল্লার জিকির করে তারা
মানব হইয়া তুমি কেন আল্লার নামটি জপো না (ঐ)

বাবা কুতুববাগীর উসিলা ধরো, কালবেতে খেয়াল করো
আল্লা আল্লা জিকির করো ক্বালব হইবে উজালা (ঐ)

রোজা রাখো নামাজ পড়ো খাজার তরীক ছেড়ো না
কেয়ামতে মাওলার কাছে খাটবে না তোর বাহানা (ঐ)

৯। তোরা দেখবি যদি আয়- তোরা দেখবি যদি আয়
আল্লাহর অলি বসে আছে, কুতুববাগের গায়
আল্লাহর অলি বসে আছেন ফার্মগেটের গায়
কী জানি কী ভাবছেন বাবায় বসে নিরালায় ।।

বসে কাঁদে দিবারাত্র, নবীর প্রেমে হয়ে মত্ত (ঐ)-
ভক্তগণকে পৌছাইবেন নূর নবীজির পায় (ঐ)
অধম কাঙ্গাল ভেবে বলে, আল্লাহর অলি কুতুববাগে
মোজাদ্দেদির রুপ ধরিয়া ধরায় এসেছেন বাবায়(ঐ)

১০। তুমি আমার দুই নয়নের তারা
খাজাবাবা তুমি আমার দুই নয়নের তারা
তুমি যারে করো দয়া, লাভ কি তাহার দুরে যাইয়া
মুর্শিদ কেবলা সামনে যাহার খাড়া (ঐ)

তোমার লাগি আসি যাই, তোমার লাগি কাল কাটাই
তোমার লাগি হইলাম গৃহ ছাড়া (ঐ)

তুমি যারে ফিরা চাও, মরা গাছে ফুল ফোটাও
তোমার নিজের গুণে নিজে দিলা ধরা (ঐ)

এই দিকে সেই দিকে যাও, বাবা মরা গাছে ফুল ফোটাও
তোমার গুণে তুমি দিছো ধরা দয়াল বাবা (ঐ)

আমি বন্য হরিণীর মতো, ঘুইরা বেড়াই অবিরত
আমারে কইরো না তোমার চরণ ছাড়া দয়াল বাবা (ঐ)
তুমি আমার প্রাণো পাখি, দিওনা যে আমায় ফাঁকি
সদাই যেন দেখি নূরচেহারা দয়াল বাবা (ঐ)
সর্ব গুণের গুণী তুমি, অধমও কাঙ্গাল আমি
তোমার গুণে তুমি দিলা ধরা (ঐ)

মোনাজাত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ "

উচ্চারণ: আন আনাস ইবনে মালেক (রা:) আনিন নাবিয়্যি (স:) ক্বালা আদ্ব দোয়া-উ মুখখূল ইবাদাতি (তিরমিযি ৩৩৭১)

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদি আল্লাহুতায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ইবাদতের মগজ হলো দোয়া।

প্রত্যেকেই ইবাদতের পর মহান আল্লাহর কাছে দোয়া বা মোনাজাত ও সাহায্য প্রার্থনা করবেন।

হে মাবুদ মাওলা! পাক কালাম ফাতেহা শরীফ, মিলাদ মাহফিল, জিকির-আজকার, দয়াল নবীজির শান মান ও নফল ইবাদতসহ যা কিছু করেছি, সকল কিছুর ভূলত্রুটি ক্ষমা করে কবুল করো। ইহার সওয়াব নজর আকায়ে নামদার তাজেদারে মদিনা হুজুর পুর নূর (স:) এর রওজা মোবারকে মিছকিনদের তরফ হইতে পৌছায়ে দাও। তাঁর আল আওলাদ, আল আসহাব, আহলে বাইয়াত, পাক পাঞ্জাতন, ইমাম হাসান-হোসাইন, যাহারা দস্ত কারবালায় শহিদ হইয়াছেন, শহীদানদের আরওয়াহ্ পাকে মিছকিনদের তরফ হইতে ছওয়াব নজর পৌছাও।

হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের মুর্শিদ কেবলা শাহসূফী আলহাজ হযরত মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দী মোজাদ্দেদী কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, জেসমানি আওলাদ বড় ভাইজান সৈয়দ খাজা গোলাম রাব্বানি (রহ:), ছোট ভাইজান সৈয়দ খাজা গোলাম রহমান (রহ:) এবং পীরজাদী সৈয়দা জয়নব (রহ:) বন্দর ও কলাগাছিয়ার জমিনে দারুল বাকায় আরাম ফরমাইতেছেন তাহাদের আরওয়াহ্ পাকে।

হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের দয়াল দরদী দাদাপীর আলেমে হাক্কানী আলেমে রাব্বানী মোফাচ্ছেরে কোরআন আলহাজ শাহসূফী মাওলানা কুতুবউদ্দিন আহাম্মদ খান মাতুয়াইলী (রহঃ) এর পাক আত্মায়। হে আল্লাহ্ সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর শাহসূফী সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহম্মদ চন্দ্রপুরী, সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর শাহসূফী ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (রহ) এর পাক আত্মায়। এনায়েতপূরীর নেছবতের যে যেখানে ইন্তেকাল ফরমায়েছেন, সব্বার আরওয়াহ্ পাকে সওয়াব নজর পৌছাও। সওয়াব নজর পৌছাও বাংলা-ভারতের মহা সাধক শাহ সূফি আল্লামা খাজাবাবা সাইফুদ্দিন শুম্ভুগঞ্জী এনায়েপুরীর পাক আত্মায়। সওয়াব নজর পৌছাও সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদিবাগী (রহ), সওয়াব নজর পৌছাও সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়েসী রাসূলে নোমা (রহ) এর পাক আত্মায় । সওয়াব নজর পৌছাও দুররে মাকনুন মা জহুরা খাতুন ও তাঁর আওলাদ সৈয়দ এহসান আহম্মদ (রহ) ও তাঁর নেসবতে যত অলি আল্লাহ্ গাউস-কুতুব, নজিব-নুজাবা-নুকাবা, আখিআল আবদালের আরওয়াহ্ পাকে। তরিকার ইমাম, তরিকার বাদশা শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দি মোজাদ্দিদ আল ফেসানির পাক আত্মায় এই মিসকিনদের তরফ থেকে সওয়াব নজর পৌছাও। সওয়াব নজর পৌছাও নকশবন্দি তরিকার ইমাম খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী বোখারির পাক আত্মায় । সওয়াব নজর পৌছাও পীরানে পীর গাওসুল আজম মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি বাগদাদীর পাক আত্মায় । সওয়াব নজর পৌছাও গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমেরীর পাক আত্মায়। সওয়াব নজর পৌছাও কাদরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া তরিকার যত পীর-ফকির অলি-আল্লাহর আরওয়াহ্ পাকে। সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের তরিকার পীরভাই-পীরবোন, জাকেরভাই-জাকেরবোন যাহারা রাসূলুল্লাহর সত্য তরিকার মুরিদ হইয়া কবর বাড়িতে গেছেন তাহাদের সকলের আরওয়াহ্ পাকে। সওয়াব নজর পৌছাও আমাদের বিশ্ব গর্ভধারিনী মা, জন্মদাতা বাবা এবং ভাই-বোন, দাদা-দাদী সবার আরওয়াহ্ পাকে। হক্কুল এবাদে যাহাদের কাছে আমরা আটক রহিয়াছি

তাহাদের রূহে পৌছাইয়া আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। জান্নাতুল বাকি, জান্নাতুল মোয়াল্লাহ্ সবার আরওয়াহ্ পাকে সওয়াব নজর পৌছাও। দ্বীন ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখো। তোমার নাম লইতে লইতে, তোমার গুণ গাইতে গাইতে, তোমার জামালে দীদারের হাউসে কাবাব বনতে বনতে, তোমার নূরের এসকের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে আমাদেরকে খাতেমা বিল খায়ের করো। আমিন! আমিন! ছুম্মা আমিন, বাহাক্কে লা-ইলাহা-ইল্লালাহু-মোহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

পীরকেবলাজানের লেখা প্রকাশনাসমূহ

কুতুববাগ দরবার শরীফের পীর ও মোর্শেদ শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী পীরকেবলাজান হুজুরের লেখা অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ :

১। মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ 'সত্যদর্শন'।

২। কুতুববাগ দরবার শরীফের মূখপাত্র ' মাসিক আত্মার আলো'।

৩। খাজাবাবা কুতুববাগী পীরকেবলাজানের মহামূল্যেবান নছিহতবাণী।

৪। নিত্যদিনের ' অজিফা আমল' (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন)।

৫। নামাজের ভেতরেই মহান আল্লাহতায়ালার সাথে মেরাজ বা দেখা হয়।

৬। শানে কুতুববাগী।

৭। শিরক ও বেদাআত প্রসঙ্গে।

৮। মহান আল্লাহতায়ালাকে পাওয়ার ও নিজের আত্মার মুক্তির একমাত্র উপায়ই 'উসিলা'।

সমাপ্ত

আমল আকিদা বিশুদ্ধ করার উপায় বা রাস্তা

তামাম দুনিয়ার মাঝে মিলাদ-ক্বিয়ামে যারা উদাসীন, দয়াল নবীজির সম্মান ও তাজিমের ব্যাপারে যারা বিভ্রান্তিতে আছেন বা বুঝতে পারছেন না, অনিহা প্রকাশ করছেন তাদের উদ্দেশ্যে পরিস্কারভাবে সহজ সরল ভাষায় পবিত্র কোরআন-হাদিস থেকে কিছু দলিল পেশ করলাম। আশা করি আপনারা নিজেরা বুঝবেন এবং অন্যদের কে বুঝাতে পারবেন।

সহীহ বোখারী শরীফ হাদিস ২য় খণ্ড ১০৫১ পৃঃ এবং মেশকাত শরীফের ৫৮২ পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত হয়েছে-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا وَفِيْ يَمَنِنَا. قَالَ قَالُوْا وَفِىْ نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا وَفِيْ يَمَنِنَا. قَالَ قَالُوْا وَفِىْ نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

উচ্চারণ: হাদ্দাসানা মোহাম্মদ ইবনে আল মোসান্না ক্বালা হাদ্দাসানা হোসাইন ইবনুল হাসান ক্বালা হাদ্দাসানা ইবনে আউন আন না-ফীইন আন ইবনে ওমর ক্বালা আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফি শামিনা ওয়া ফি ইয়ামানিনা ক্বালা ক্বালু ওয়াফি নাজদিনা ক্বালা ক্বালা আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফি শামিনা ওয়া ফি ইয়ামানিনা ক্বালা ক্বালু ওয়াফি নাজদিনা ক্বালা ক্বালা হুনাকাজ যালা যিলু ওয়াল ফিতানু ওয়াবিহা ইয়াতলু-উ ক্বারনুশ শাইত্বান।

৬৮১৫ নং হাদিছ মূল বুখারী থেকে নেওয়া ২য় খন্ড ১০৫১ পৃঃ মেশকাত ৫৮২ পৃঃ

একদিন রাসূলে করিম (সা:) অত্যন্ত মনোযোগ এবং আকুল চিত্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন- হে খোদা! তুমি দয়া করে শাম ও ইয়েমেন দেশে বরকত নাজিল করো। উপস্থিত জনতার কিছু নজদবাসি আরজ করলো, হুজুর আমাদের নজদের জন্য দোয়া করুন। উপস্থিত নজদবাসীদের কিছু লোক পুনরায় আরজ করলো- হুজুর আমাদের নজদের জন্য দোয়া করুন। তৃতীয়বার অনুরোধের পর হুজুর (সা:) নজদের জন্য দোয়া করতে অস্বীকার করে বললেন- আমি এদেশের জন্য কী করে দোয়া করবো? কারণ সেখানে তো ইসলামের মধ্যে ফেৎনা সৃষ্টি হবে এবং সেখান থেকে শিংওয়ালা শয়তানের দলের উৎপত্তি হবে।

যারা ফেৎনা সৃষ্টি করছে নবী (সা:) এর হাদিস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তারাই হলো শিংওয়ালা শয়তানের দলভুক্ত। কাজে কাজেই আপনারা যদি পরকালে ঈমান বাঁচাতে চান, তারা এই আক্বিদা বাদ দিয়া দয়াল নবীজির মহব্বত অন্তরে হাছিল করুন। ঈমানের সাথে কবরে যাওয়ার চেষ্টা করুন।

কুতুববাগ দরবার শরীফ

সদর দপ্তর: ৩৪, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, ফোন: ০১৭১৬-১২৮৫১৫, ০২-৪১০২৪০৯১

www.kutubbaghdarbar.org.bd, Youtube/facebook: kutubbagh darbar sharif